NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ডিএ দাবি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ঐতিহাসিক জয়: সুকান্ত মজুমদার

ফের মহানগরে তাপমাত্রা নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা! ৩

কলকাতা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৩ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.02.2026, Vol.19, Issue No. 236, 8 Pages, Price 3.00

কোর্টে হেঁট, ভোটে ভেট

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে সুপ্রিম সিলমোহর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: ডিএ নিয়ে বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের পুরনো বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ)-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতেই হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, ডিএ সরকারি কর্মচারীদের আইনি অধিকার! ২৫ শতাংশ দ্রুত মেটানোর পর বাকি ৭৫ শতাংশ কী ভাবে দেওয়া হবে, তার একটা রূপরেখাও তৈরি করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৯ সালের অগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে ডিএ বকেয়া রয়েছে, এই রায় তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই মুহূর্তে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ডিএ-র মধ্যে যে ফারাক রয়েছে (৪০ শতাংশ, যা এপ্রিল থেকে কমে ৩৬ শতাংশ হবে) তার ক্ষেত্রে এই রায় প্রযোজ্য নয়। রাজ্যের 'আর্থিক বোঝা'র বিষয়টিও বৃহস্পতিবারের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ নিয়ে যে ফারাক সেই নিয়ে আন্দোলন চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণা করে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, রাজ্যের উপর আর্থিক চাপের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং রাজ্যের কোষাগারে অযথা চাপ না-দেওয়ার জন্য আদালত একটি পদ্ধতি তৈরি করছে। চার সদস্যের কমিটি তৈরির কথা জানায় বিচারপতি করোল এবং বিচারপতি মিশ্রের বেঞ্চ। কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি বকেয়া যাতে ঠিক ভাবে দেওয়া যায়, তা দেখার জন্যই এই নতুন কমিটি।'

পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে এদিনের এই রায়ে এও জানানো হয় যে, ডিএ মৌলিক অধিকার নয়। ডিএ বছরে দুবার পাওয়া উচিত কি না, সেই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'আমরা মনে করি ডিএ দু-বার করে দেওয়া যায় না।' তবে বকেয়া ডিএ কীভাবে নির্ধারণের পর মেটানো হবে, যেমন রাজ্যের আর্থিক দয়বদ্ধতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনার পর কত কিস্তি, কীভাবে মেটাবে কিস্তি, এই বিষয়গুলি কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট দেবে কমিটি ১৫ মে। ডিএ মামলা বিচারাধীন থাকার সময়কালে কোনও সরকারি কর্মচারী অবসর নিলে তারাও বকেয়া ডিএ পাবেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত কমিটির নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা থাকছেন। কমিটিতে থাকছেন হাইকোর্টের বিচারপতি গৌতম বিধুরি, বিচারপতি ত্রিলোচন সিং চৌহান। এছাড়াও কমিটিতে থাকবেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা তাঁর অধীনস্থ কোনও আধিকারিক। এছাড়াও কয়েকজন থাকতে পারবেন। বাকি সদস্যরা কারা হবেন, সেটা বিচারপতি মালহোত্রা ঠিক করতে পারবেন। কমিটির কী দায়িত্ব হবে, তা-ও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, কমিটির মূলত দায়িত্ব হবে তিনটি। ১) মোট কত টাকা কত খেপে দেওয়া হবে তা স্থির করা, ২) কত দিনের মধ্যে, কত কিস্তিতে দেওয়া হবে তা স্থির করা, ৩) নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত টাকা ছাড়া হচ্ছে কি না তা যাচাই করা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সব কিছু নির্ধারণ করবে ওই কমিটি। আর এই পুরোটাই বকেয়া ডিএ-র ৭৫ শতাংশের জন্য প্রযোজ্য। এদিকে এই ডিএ মেটাতে গেলে রাজ্যকে ১০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা দিতে হবে। এই রায় রাজ্যের জন্য বড় ধাক্কা অন্তত তেমনটা মানছে না তৃণমূল। শাসকদলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, সুপ্রিম কোর্ট বুঝতে পেরেছে কেন্দ্র কীভাবে রাজ্যের সঙ্গে বঞ্চনা করে। তাই ২৫ শতাংশের কথা নিজে বলেছে।

মহার্ঘ নির্দেশ

- পুরনো বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে।
- ডিএ সরকারি কর্মচারীদের আইনি অধিকার।
- ২০০৯ সালের অগস্ট থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ পাওয়ার অধিকারী সরকারি কর্মচারীরা।
- বাকি ৭৫ শতাংশের জন্য ৪ সদস্যের কমিটি গঠন।
- সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নেতৃত্বে গঠিত হবে কমিটি।
- কমিটির নির্ধারিত বকেয়ার প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে মেটাতে হবে।
- ২০০৯ সালের পর অবসর নিয়েছেন এমন পেনশনভোগীরা বকেয়া ডিএ পাবেন।
- ২০১৯ সালের পর কাজে যোগ দেওয়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই রায় প্রযোজ্য নয়।
- রায় কিভাবে কার্যকর করা হচ্ছে, স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যকে।

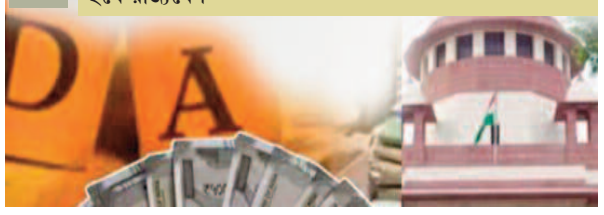

বঞ্চনা সামলে প্রকল্পের সেঞ্চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের বরাদ্দ। সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ, আশাকর্মীদের ভাতা, সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তার পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাজেটের অর্থনৈতিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন অমিত মিত্র। জানান, রাজ্য বাজেটের পরিমাণ ৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। একে অভূতপূর্ব বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। বাজেট প্রস্তাব পেশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে বসে বাজেটের অর্থনৈতিক দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন অমিত মিত্র।

বাজেট নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সুপ্রিম কোর্টের ডিএ সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, 'রায়ের কপি এখনও আমরা হাতে পাইনি। সেটা পড়ে দেখতে হবে। রায় নিয়ে আমরা কিছু বলতে চাই না। যে কমিটি গড়ার কথা বলা হয়েছে, তাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা আছেন। পশ্চিমবঙ্গের কোনও প্রতিনিধি নেই। আমরাও মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছি। তাঁদের মতামত অনুযায়ী কাজ করব।'

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ বিতর্কে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পেনশনের প্রসঙ্গ টেনেছেন মমতা। বলেছেন, 'আর কোনও রাজ্যে পেনশন দেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গে যা পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। পেনশন বন্ধ করে দিলে আমার অনেক টাকা বেঁচে যেত। কিন্তু যাঁরা পেনশনের উপর নির্ভরশীল, তা হলে তাঁরা কী করবেন?'

রাজ্য বাজেটে আগামী অগস্ট থেকে বেকার ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তা নিয়ে মমতাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, '২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে মাধ্যমিক পাশ বেকারদের পাঁচ বছরের জন্য আমরা ১৫০০ টাকা করে দেব। তাঁরা যে স্কলারশিপ পান, তা যেমন ছিল তেমনই থাকবে।'

মমতা বলেন, 'আপনারা দেখেছেন, কেন্দ্রীয় বাজেট দিশাহীন, ভবিষ্যৎহীন, কর্মহীন। আমরা এখন গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে এই বাজেট তৈরি করতে পেরেছি। এত কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও এটা করতে পেরেছি। আশা করি, মানুষ আমাদের উপর ভরসা রাখবে। আমি একা কিছু করিনি। সকলে মিলে করেছি। প্রত্যেক এজেন্সির লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমরা লড়ে যাচ্ছি। মানুষের ভরসা আছে আমাদের সঙ্গে।'

পশ্চিমবঙ্গের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার উল্লেখ করে শুয়োরানি-দুয়োরানির গল্পের কথা টেনেছেন মমতা। বলেন, 'বাংলাকে ওরা বঞ্চনা করেই চলেছে। যেখানে পারছে, বাংলাদেশি বলে মারধর করে দিচ্ছে। অন্তঃসত্ত্বাকেও ছাড়া হচ্ছে না। কোনও টাকাই দিচ্ছে না। শুধু নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত।'

মমতা বলেন, 'এত দিন রাজ্যে ৯৪টি প্রকল্প ছিল। আজ মনে হয় আরও পাঁচ-ছ'টি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে। সুতরাং সেঞ্চুরি হয়ে গেল।'

সামাজিক সুরক্ষায় ঝাঁপি উজাড় মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা মূলক প্রকল্পে জোর দিয়ে রাজ্য সরকার আগামী আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের জন্য ৬২.৭০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে। বাজেটের মোট আয়তন চার লক্ষ ছয় হাজার কোটি টাকার বেশি। অন্তর্বর্তী বাজেট হলেও নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ঘোষণা বর্তমান প্রকল্পগুলির সুবিধার সম্প্রসারণ-সহ একাধিক জনমোহিনী ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও উপভোক্তাদের ভাতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা জোরদার, নতুন কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প এবং মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে মানুষের মন জয়ের চেষ্টা দেখা গিয়েছে। রাজ্যের সব থেকে বড় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প লক্ষ্মীর ভান্ডারের বরাদ্দ ৫০০ টাকা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। এই খাতে অতিরিক্ত ১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই উপভোক্তা বাড়তি হারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা পাবেন।

২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি শিক্ষিত যুবকদের জন্য 'বাংলার যুব-সাথী' নামে নতুন প্রকল্পে কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী জানান, এপ্রিল ২০২৬ থেকে আশা কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ১,০০০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। তাঁদের জন্য ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে। এই খাতে আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের ক্ষেত্রেও মাসিক ১,০০০ টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। একই ভাবে মৃত্যুজনিত সহায়তা ৫ লক্ষ টাকা করা হচ্ছে। এই খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত প্যারা-টিচার, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক-সহায়িকা, সম্প্রসারক, স্পেশ্যাল এডুকেটর ও ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের মাসিক সাম্মানিকও ১,০০০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁদের পরিবারও ৫ লক্ষ টাকা পাবে। এই খাতে ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশ কর্মীদের পারিশ্রমিকও এপ্রিল থেকে ১,০০০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। মৃত্যুজনিত সহায়তা ৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব। গিগ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্যসাথী-সহ সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কর্মশ্রী, বর্তমানে মহাত্মাশ্রী নামে পরিচিত, প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ক্ষেতমজুরদের কৃষক বন্ধু নতুন প্রকল্পের আওতায় এনে বছরে ৪,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার নতুন প্রস্তাব আনা হয়েছে, যা রবি ও খরিফ মরশুমে দুই কিস্তিতে দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সরকারি সেচ ব্যবস্থার ফি সম্পূর্ণ মকুবের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্যখাতে ক্যাশলেস সুবিধার সীমা বাড়ানো এবং ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

দরাজ দিদি

- লক্ষ্মীর ভান্ডারে বাড়ল ৫০০ টাকা।
- ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান না- হওয়া পর্যন্ত বেকারভাতা হিসেবে মাসে ১,৫০০ টাকার অনুদান।
- বেকারভাতার খাতে বরাদ্দ ৫ হাজার কোটি।
- রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাড়ল ৪ শতাংশ।
- ১০০ দিনের কাজে ২ হাজার কোটি বরাদ্দ।
- আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি।
- পাশ্বশিক্ষকদের ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি।
- কর্মরত অবস্থায় মৃত অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান।
- আশাকর্মীদের ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি।
- গিগ কর্মীদের আনা হবে স্বাস্থ্যসাথীর আওতায়।

রাজ্যসভার ভাষণেও বাংলার অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: বুধবার তিনি আসেননি সংসদে। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই সময় পড়লেন প্রবল বিরোধিতার মুখে। তাঁর ভাষণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল বিরোধীদের 'স্বৈরাচার চলবে না' স্লোগানে! এই সময় কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি ৮৩ বছরের মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অভিনব খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর সরস টিপ্পনী, 'বয়স হয়েছে, বসে স্লোগান দিন।' পরে বিরোধীরা ওয়াক আউট করেন এমন মন্তব্যের প্রতিবাদে। বিরোধীশূন্য কক্ষেই ভাষণ দেন মোদী। আরও একবার কাঠগড়ায় তোলেন কংগ্রেসকে।

মোদী ফের খোঁচা মেরে বলেন, 'ওঁরা সব ক্লান্ত হয়ে গিয়েই চলে গিয়েছেন। বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে ওরা। আমার সময় লেগেছে সেটা বদলাতে।' আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে সুর চড়ানোর সময় হইহট্টগোলের জেরে মঙ্গলবার আট বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। তা নিয়ে বুধবার উত্তাল ছিল সংসদ। বৃহস্পতিবারও সেই উত্তাপের আঁচ পাওয়া গিয়েছে।

উত্তাল রাজ্যসভার মধ্যেই রাষ্ট্রপতির ভাষণের জবাব দিতে উঠে কড়া রাজনৈতিক সুরে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরোধীদের স্লোগান ও ওয়াকআউটের মধ্যেও নিজের ভাষণ চালিয়ে যান তিনি। বিরোধী শিবিরের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে জবাবদিহি এড়ানো যায় না। ভাষণের বড় অংশ জুড়ে ছিল কংগ্রেসকে আক্রমণ।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একজন ব্যক্তি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন আমি যে এত তরতাজা ও সুস্থ থাকি এত গোপন রহস্য কী? উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম, প্রতিদিন ২ কেজি করে গালি হজম করতে হয় আমাকে। এটাই আমার সুস্থ থাকার গোপন রহস্য।' রাহুল গান্ধীকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এমনকি ওরা নিজের স্টার্টআপকেও তুলে ধরতে পারেনি'। দূরদর্শিতার অভাবই কংগ্রেসকে ধ্বংস করেছে বলে অভিযোগ তাঁর। মোদীর মন্তব্য, 'আগের সরকারগুলোর ভাষণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, দেশের জন্য কোনও দূরদৃষ্টি ছিল না। সেই ভুলের খেসারত আজও দেশকে দিতে হয়েছে।' তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার নীতিনির্ভর শাসনে জোর দিয়েছে, ভবিষ্যতের ভারতকে সামনে রেখে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বাংলার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'নির্মমতার যত রেকর্ড ছিল, সব ভেঙে দিয়েছে ওরা।' অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরাসরি অভিযোগ তুলে মোদী বলেন, 'বিশ্ব যখন অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হচ্ছে, তখন তৃণমূল তাঁদের রক্ষায় আদালতের উপর চাপ তৈরি করছে।' তাঁর সংযোজন, 'এর ফলেই যুবকদের চাকরি যাচ্ছে, আদিবাসীদের জমি হাতছাড়া হচ্ছে।'প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর সংসদের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়ায়। বিরোধী ও শাসক শিবিরের সংঘাত আরও তীব্র হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

ফের উত্তপ্ত মণিপুর

■ ঠিক একদিন আগেই নতুন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে মণিপুর। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটি। মণিপুরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ইউমনাম খেমচাঁদ সিং। বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে প্রায় এক বছর পর রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান হয়েছে মণিপুরে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতে ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে চুড়াচাঁদপুরে। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি ভিডিওতে তা দেখা গিয়েছে।

কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে মৃত ১৬

■ মেঘালয়ের তাসখাই অঞ্চলের কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ ধসে কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। নিখোঁজ বহু। এখনও বহু শ্রমিকের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। শঙ্কা, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। মনে করা হচ্ছে, মৃতদের অধিকাংশই অসমের বাসিন্দা। এদিন দুর্ঘটনার পর থেকেই খনির মুখে কালো ধোঁয়া বেরতে শুরু করে। ঘটনার পরই দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেছে মেঘালয় পুলিশ। উপস্থিত দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরাও।

'সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছলনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণার পরই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। বাজেট পেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, এই ঘোষণা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নয়, পুরোপুরি ভোটমুখী কৌশল।

শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, '৫০০ টাকায় আজকের দিনে কিছুই হয় না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এটা আসলে এক ধরনের ছলনা।' তিনি দাবি করেন, সরকারের এই ঘোষণার কোনও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেই। তাঁর মতে, 'এটা উন্নয়ন নয়, এটা প্রচারের কাগজ। শেষে মানুষ শূন্য নয়, মাইনাসই পাবে।'

বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'যুব সমাজের জন্য কাজের সুযোগ কোথায়? নারী সুরক্ষা, আদিবাসী ও তপশিলি জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়তি বরাদ্দ, কোনও দিকেই স্পষ্ট রূপরেখা নেই।' বাজেটে একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্পের অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, 'ঘাটাল, নতুন বিধানসভা ভবন, সবই উপেক্ষিত।'

পাশাপাশি তিনি ভবিষ্যতের রাজনৈতিক রূপরেখার ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'এটা অন্তর্বর্তী আয়োজন। সময় এলে পূর্ণাঙ্গ বাজেট হবে। তখন মানুষের হাতে কাজ থাকবে, পাতে ভাত থাকবে।' রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

এদিন, রাজ্য বাজেট পেশের সময়ই বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তৃতা চলাকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ ছুড়ে বলেন, 'এই সরকার ভোটে হেরে গিয়েছে।' তাঁর এই মন্তব্যে শাসক শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তৃণমূল বিধায়কদের তরফে পাল্টা স্লোগান ওঠে, 'শুভেন্দুর খেলা শেষ।' মুহূর্তের মধ্যেই অধিবেশন কক্ষে হট্টগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

এদিকে এসআইআর প্রসঙ্গে আলোচনা না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, 'আমরা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম। সকালে বলা হল এসআইআর নিয়ে আলোচনা হবে, এখন বলা হচ্ছে হবে না। এটা কীভাবে সম্ভব?' স্পিকারের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'চেয়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য করব না, তবে এভাবে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদল হওয়া ঠিক নয়।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Khandakar Samsulora, S/o Khandakar Samsu Jjoha হাজরাবেড়া, পোস্ট পানাগড় বাজার, থানা কাঁকসা, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১৪৮ এর স্থায়ী বাসিন্দা। আধার কার্ড (vide no-474635562054) এ আমার নাম সঠিক থাকলেও আমার বার্থ সার্টিফিকেট (Registration vide No-475 dt-21/09/1988) এ আমার নাম অসাবধানতাবশত Khandekar Julan হয়ে গেছে। দুর্গাপুর আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর Affidavit বলে ৩১/০১/২০২৬ হতে আমি Khandakar Samsulora এবং Khandekar Julan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলাম।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Firoj Uddin S/o. Sk Abdur Rouf ও Firojuddin S/o. A. Rouf সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Rishi Shaw S/o. Sanjay Shaw ও Rishi Show S/o. Sanjoy Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Sahil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Abdul Jabbar ও Abdul Jabbar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৪/০২/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টে ৫০০১ নং এফিডেভিড বলে আমি Ramicha Bibi W/o. Abul Hossain, সাকিম দেধাড়া, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে SEPIC No. YPW2537058) ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৯১ ধনিয়াখালী বিধানসভা, অংশ নাম্বার ৬৩, ক্রমিক নাম্বার ১৭৫) আমার সঠিক নাম Ramicha Bibi W/o. Abul Hossain-এর পরিবর্তে Rahima Bibi W/o. Abul Hossain লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ramicha Bibi W/o. Abul Hossain ও Rahima Bibi W/o. Abul Hossain একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৬, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Ambia Mondal S/o. Khalil Mondal ও Ambia Mondal S/o. K. R. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৫২৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Monirul Islam S/o. Asraf Ali ও Sk Monirul Islam S/o. Sk Asraf Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি নুরইসলাম ঘরামী, জন্ম সার্টিফিকেটে পিতার নাম ইদ্রিস ঘরামী আছে। ১১-৯-২০২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা ইদ্রিশ আলি ঘরামী ও ইদ্রিস ঘরামী ও আমার মাতা নুরবানুবিবি ঘরামী ও নুরভানু ঘরামী উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

২৮-০১-২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নবদ্বীপ কোর্টে এফিডেভিটে আমি Md. Samsuddin Hossain S/o- Ali Hossain ও Md. Samsuddin Hosen Sekh S/o- Late Ali Hosen Sekh সকলে একই ব্যক্তি হলাম।

AFFIDAVIT

I **Gurjindar Singh** s/o late Swarn Singh Punraj residing at H. No 565/431 beside church Dewanmaro PO. Nimpura. PS Kharagpur (T) Dist Paschim Medinipur Pin 721304 shall henceforth be known as Gurjinder Singh as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) Kharagpur. Paschim Medinipur vide affidavit no 1607 dt 03.02.26. Gurjindar Singh and Gurjinder Singh both are same and identical person.

I, PANU DEBI W/o Panchu Mahato R/O – 39, Sreema Pally, P.O.- Makhla, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly, Pin- 712245. WB, Erroneously my name has been receded in my Sale Deed Being Deed No- 9239/2021, and U.K.M Tax Received vide holding No- 62/1/2/1 Pramanik Para, Mondal Para, (Ward No 21) as PANU MAHATO in Place of PANU DEBI vide affidavit no 1689 dated 29/01/2026 in the Court of L.D Executive Magistrate at Serampore, Hooghly W.B I declare that PANU DEBI and PANU MATATO both are the same and one identical person

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Sk Afsar Ali, পিতা- Sk Ramjan Ali, গ্রাম- দশঘরা, হামিদবাটি, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২। আমার কন্যার সঠিক নাম **Afsane Khatun** যা তার আধার কার্ড, রেশন কার্ড, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, এবং কাস্ট সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু ভুলবশত তার জন্ম শংসাপত্রে (Registration No- 95, Dated- 14.07.2009), **Afsine Khatun** নথিবদ্ধ হইয়াছে। গত ০৪/০২/২০২৬ তারিখে হুগলী জেলার চুঁচুড়া আদালতের প্রথম শ্রেণীর বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে এক হলফনামা যোগে ঘোষণা করিতেছি যে, **Afsane Khatun** এবং **Afsine Khatun** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন হইতে আমার কন্যা সর্বক্ষেত্রে **Afsane Khatun** বলিয়া গণ্য ও পরিচিত হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুরাজ নন্দী ইং- ৩০-০১-২০২৬ তারিখ বারাসাত ডি.এস.আর-III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৮২ নং কোবলা মূলে ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি সুমিতা চৌধুরী এর পক্ষে ইং- ১৪-০৫-২০০৮ তারিখ কোলকাতা এ.আর.এ-III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৬৯৮ নং আমমোক্তার মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার প্রিয়তোষ চৌধুরী এর থেকে খরিদ করিয়া উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল তাহার নামে বারাসাত বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ১ অফিসে মিউটেশন করিবার উদ্যোগ লইয়াছেন, উক্ত জমিতে কাহারো কোন দাবি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে জানাইবেন।

তপশীল

জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বারাসাত, মৌজা- শ্রীকৃষ্ণপুর জে.এল. নং- ১০৩, আর.এস.- ৭৯, এল.আর- ১২৩৩ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস.- ১৬৬, এল.আর- ১০৩ নং দাগে ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি যাহা সুমিতা চৌধুরী নামে রেকর্ড।

Tanay Krishna Ghosh
Advocate
WB/258/1920/2016
Barasat Judges court

সাধারণ নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,আমার মক্কেল কামাল হোসেন মন্ডল, পিতা আসরফ আলি মন্ডল, নিবাস কেউতাসা, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৫৭২৬/ ২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ১৫৩৬ -৪৪০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হটহাতগঞ্জ, কেউতাসা বাজার থেকে বাড়ির পথে ফটে কপি করে ফেরার সময়ে হারিয়ে যায়, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদুড়িয়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৯৭৩ তারিখ ৩১.০১.২০২৬ দায়ের করেন। কোনও বক্তি দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানান।

জয়দীপ মুখার্জি, অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী অনিল সামন্ত,** পিতা- স্বর্গীয় বলাই সামন্ত, ইং ১০/০৬/২০০৯ তারিখে (ADSR হরিপাল, রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত) ১৩০৮ নং কোবালা দলিল মূলে IV-18/2009 (ADSR হরিপাল) আমমোক্তার **(সুভাষ পাল)** দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন। মৌজা গোপীনগর, জে.এল.নং ৭৩, আর.এস. এবং এল.আর.- ২৮২ নং দাগে আর.এস. খতিয়ান নং ৪৮৪ ও ৪৮৫ হইতে এল.আর. ৯২৮/১ নং খতিয়ানের নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, কেস নং-MN/2026/0607/1169 । উক্ত কেসে কারোর আপত্তি থাকলে হরিপাল B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sutapa Upadhyay (Advocate)
Chandannagar Court

বিজ্ঞপ্তি

আমি DR. BIBHASH RANJAN NATH, S/0 MR. BASANTA KUMAR NATH, AT- PS ARHAM, TOWER-3, FLAT NO-1B, JATRACHI, NEW TOWN, ACTION ARGA -II, P.S. - ECO PARK, NEW, KOL-161 তারিখে আমার সম্পত্তির (GARAGE) মূল দলিলটি হারিয়ে যায় NEW TOWN থেকে, দলিল নং -I-03046/2009 Dated 31-03-2009. এই মর্মে আমি তখন Eco PARK P.S. এ ডায়রী করি এক G.D.NO - 658/25 তারিখ 13/07/2025 যদি কোন ব্যক্তি এই মূল দলিলটি সন্ধান দিতে পারেন তাহলে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন, তাহলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী অসিত রঞ্জন মজুমদার, পিতা- মৃত অর্জ্জুনেশ্বর মজুমদার, সাং- পারুলিয়া সাহা পাড়া, পোঃ পারুলিয়া, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৫১৩, নবদ্বীপ থানার এলাকাধীন ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল.আর. ২৭৮৫৬ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৩৩৬৮ নং দাগের ৪.১২৫ শতক ও এল.আর. ২৭৮৫৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৩৩৬৮ নং দাগের ৪.১২৫ শতক জমি স্বত্ত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৭/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪৪৮/২০২৫ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- নদীয়া জেলার নিবাসী শীতল ঘোষ, বাণী ঘোষ, উভয়ের পিতা মৃত বলাই ঘোষ, এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়। অতঃপর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং ০৪/০৯/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর. নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪৪৮/২০২৫ নং দলিল দ্বারা সাং পূর্ব বর্ধমান জেলার নিবাসী অসিত রঞ্জন মজুমদার, পিতা- মৃত অর্জ্জুনেশ্বর মজুমদার কে বিক্রয় করেন, আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

উৎসব প্রামানিক
এ্যাডভোকেট, নবদ্বীপ কোর্ট, নবদ্বীপ, নদীয়া।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী দিবাকর পাল, ২)শ্রী ভাস্কর পাল,** উভয়ের পিতা ৺কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, উভয়ের সাকিম ইলামপুর, তিন্না, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১৩/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03298/ 2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(মহঃ ইব্রাহীম,** পিতা মহঃ আইনুল, সাকিম মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ৩১/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06939/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তাজউদ্দীন ইসলাম,** পিতা ইউনুস ইসলাম, সাকিম এম.জি.আই.-১, ব্লক-০৭, ফ্ল্যাট নং ১০৫, নওয়াগাও, সেক্টর-২৯, রাখি, রাইপুর, ছত্রিশগড়-৪৯২০১৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৯৭ ও ৬৯৮ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৭১ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ০১.২৫ শতক সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **তাজউদ্দীন ইসলাম,** পিতা ইউনুস ইসলাম, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-মহঃ **ইব্রাহীম (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
২০২৫ সালের ৩৮ নং ৩৯ আইন মোকৰ্দ্দমা

দরখাস্তকারী:- শ্রী স্বপন দেবনাথ, পিতা- অতুল চন্দ্র দেবনাথ, সাং- পাঙ্খাটুলি, হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩।

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অধীন পাঙ্খাটুলি নিবাসী অধুনা মৃত **অরুন কুমার দেবনাথ** গত ইংরাজী- ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে পরলোক গমন করায় তাঁহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত মোকৰ্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিল বাবু দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

তফশীল সম্পত্তি

জেলা ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস- হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার অন্তর্গত হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার এলাকা ভুক্ত ৯ নং ওয়ার্ডের মহেশতলা মহল্লাস্থিত সাবেক ১৮৩/১৫২ নং ও নূতন ১৯৭/১৮৩ নং হোল্ডিংভুক্ত, জে.এল. নং ১০, 'কাপাসডাঙ্গা' মৌজায় অবস্থিত সাবেক ৫১৩ নং খতিয়ানভুক্ত যাহার হাল এল.আর. ১০৪/১ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক আর.এস. ১৪২৮ নং দাগ তথা হাল এল.আর. ৩৪০৯ (তিন হাজার চার শত নয়) নং দাগের বাস্তু ১.০০০০ অংশে ০.০২৯ মধ্যে আমার অবিভক্ত আট আনা অংশে ০.০১৫ (শূন্য দশমিক শূন্য এক পাঁচ) একর মায় তদুপরিস্থিত অবিভক্ত দ্বিতল গৃহাদির অংশ সহ সম্পত্তি অত্র উইলের উইলকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

Jaydeb Sinha Roy
(Petitioner's Advocate)
BY ORDER OF THE COURT
Jyotirmoy Sarkar (Sheristadar)
Civil Judge, (Sr. Divn.) 1st / 2nd / Addl. Court Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী মানস কুমার ঘোষ,** পিতা- মনোরঞ্জন ঘোষ, ইং ১০/০৬/২০০৯ তারিখে ADSR হরিপাল, রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩২৬ নং কোবালা দলিল মূলে IV-18/2009 (ADSR হরিপাল) আমমোক্তার **(সুভাষ পাল)** দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন। মৌজা গোপীনগর, জে.এল.নং ৭৩, আর.এস. এবং এল.আর.- ২৮২ নং দাগে আর.এস. খতিয়ান নং ৪৮৪ ও ৪৮৫ হইতে এল.আর. ৯২৮/১ নং খতিয়ানের নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, কেস নং-MN/2026/0607/1170 । উক্ত কেসে কারোর আপত্তি থাকলে হরিপাল B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sutapa Upadhyay (Advocate)
Chandannagar Court

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।**

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১,

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই ফেব্রুয়ারী। ২৩ শে মাঘ। শুক্র বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তোরী চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ ওঙ্কার পঞ্চমী তিথি।
সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথে র জন্ম তিথি মহোৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যপালের ভাষণকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে বাকবিতণ্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আজ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির সংশোধিত সুপারিশ অনুযায়ী ৪০ মিনিটের আলোচনায় ২০ মিনিট বিরোধী এবং ২০ মিনিট সরকার পক্ষের জন্য বরাদ্দ ছিল। যা নিয়ে বিরোধী বিজেপি সদস্যরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ একাধিক প্রসঙ্গ তোলেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান, নারী সুরক্ষা এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এই সময় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় ওই অংশ রেকর্ডে রাখা যাবে না। এরপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বক্তব্য রাখতে উঠে কার্য উপদেষ্টা কমিটির সিদ্ধান্ত বদলের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলা প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যপালের ভাষণে অবৈধ অনুপ্রবেশ, নারী সুরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল না। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। সময়াভাবে পুরো বক্তব্য না পড়লেও প্রথা মেনেই তা হয়েছে বলে জানান তিনি। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। রাজ্য প্রয়োজনীয় জমি দিয়েছে, তবে কাজ সম্পূর্ণ না হলে অতিরিক্ত জমি দেওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, রাজ্যের প্রাপ্য বিপুল অর্থ কেন্দ্র আটকে রেখেছে। জিএসটি-র অংশীদারিত্ব থেকে শুরু করে পরিকাঠামো, পানীয় জল, আবাসন; বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করছে বলে জানান তিনি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র নিয়ে রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বর গোপন রাখার দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের আগে পরীক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বর গোপন রাখা সম্ভব কি না।

মামলাকারীর যুক্তি, নাম ও রোল নম্বর থাকলে পরীক্ষক নম্বর দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। তাই এগুলো উল্লেখ না থাকাই উচিত। অন্যদিকে রাজ্যের বক্তব্য, এতদিনে কখনও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠেনি। বরং কোনও পরীক্ষার্থী রোল নম্বর লেখার ক্ষেত্রে ভুল করলে নাম দেখে সংশোধন করা হয়।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী জানান, গত সাত দশক ধরে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একইভাবে পরীক্ষা হয়েছে, কখনও কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, মূল্যায়নের সময় নাম গোপন রাখার ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? এটা নিশ্চয় রকেট সায়েন্স নয়। আদালত আরও জানায়, এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৪০ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৩ জন, ছাত্রী ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬০৬ জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী রয়েছেন। রাজ্যের মোট ২,৬৮২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছে; এর মধ্যে মূল কেন্দ্র ৯৪৫টি এবং উপকেন্দ্র ১,৭৩৭টি।

ডায়মন্ড হারবার শাখায় ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন, আতঙ্কে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ফের রেল পরিষেবার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। বৃহস্পতিবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবারগামী একটি লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুনের ঘটনা ঘিরে চরম আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। মগরাহাট স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দ্রুত যাত্রীদের নামানো হয় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ট্রেনটি শিয়ালদা ছেড়ে ডায়মন্ড হারবারের দিকে যাওয়ার সময় উত্তর রাধানগর পেরোনোর পর থেকেই ইঞ্জিনের দিক থেকে ঘন ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এক যাত্রীর কথায়, শুরুতে মনে হয়েছিল সামান্য গোলমাল, কিন্তু হঠাৎই আগুনের ফুলকি দেখে ভয় পেয়ে যাই। মগরাহাট স্টেশনের কাছে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। ট্রেন থামতেই যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেল কর্মী ও রেল সুরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা। চালক ও গার্ডের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। রেলের এক আধিকারিক জানান, ইঞ্জিনে কী কারণে আগুন লেগেছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনাও দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার জেরে শিয়ালদহ, ডায়মন্ড হারবার শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রী ভিড় বাড়তে থাকে। অনেকেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে বাধ্য হন, কেউ কেউ আবার বিকল্প পথে যাত্রা করেন। ঘটনার পর যাত্রীদের একাংশের দাবি, এমন ঘটনা এড়াতে রেলের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

রাতের আগুনে ছারখার ব্যবসা, আতঙ্কে জগৎবল্লভপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নিশুতি রাতেই বিভীষিকা নেমে এল জগৎবল্লভপুরে। বুধবার গভীর রাতে বড়গাছিয়া লেভেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায় তিনটি দোকান। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ ছুঁতেই ঘুম ভেঙে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রথমে একটি মোটরবাইক মেরামতির দোকান থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তার পরেই আচমকা আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দোকানের ভিতরে থাকা তেল, গ্রিজ ও অন্যান্য দাহ্য সামগ্রীর জেরে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অগ্নিশিখা গ্রাস করে পাশের একটি ফলের দোকান ও আর একটি বাইক গ্যারেজকেও। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবকিছু পুড়ে ছাই। খবর পেয়ে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল আসার আগেই স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নেভানোর চেষ্টা চলে। পরে দমকলের ইঞ্জিন এসে দীর্ঘ চেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। দমকলের এক আধিকারিক বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণেই আগুন লাগে। তদন্ত চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত এক দোকানদারের আক্ষেপ, সব পুঁজি চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল। নতুন করে শুরু করব কীভাবে জানি না। যদিও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, তবে আগুনে সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীদের চোখে এখন শুধুই অনিশ্চয়তা। এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোক ও উদ্বেগের ছায়া।

দক্ষিণে স্বস্তি, পূর্বে অপেক্ষা, মেট্রো প্রকল্পে মিশ্র ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের গণপরিবহণ মানচিত্রে একসঙ্গে দু'টি ভিন্ন বার্তা দিল মেট্রো রেল। দক্ষিণ কলকাতার যাত্রীদের জন্য আশার খবর, আবার পূর্ব প্রান্তে অনিশ্চয়তার ছায়া। কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন নিত্যযাত্রীরা। আধুনিক নকশা, উন্নত পরিকাঠামো ও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্টেশনটিকে নতুন চেহারায় ফেরানোর লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে কাজ। মেট্রো সূত্রের দাবি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলছে নির্মাণ। লক্ষ্য, পয়লা বৈশাখের আগেই স্টেশনটি যাত্রী পরিষেবার জন্য খুলে দেওয়া। এক আধিকারিকের কথায়, দক্ষিণ কলকাতার যাত্রীচাপ মাথায় রেখেই দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে।

তবে অন্যদিকে অরেঞ্জ লাইনের অগ্রগতি এখনও থমকে। চিংড়িঘাটা এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাতের দিকে রাস্তা বন্ধ করে কাজের পরিকল্পনা থাকলেও, পরীক্ষার মরশুমের কারণে পুলিশের সবুজ সংকেত মেলেনি। ফলে নির্ধারিত সময়সীমা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এ বিষয়ে মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র জানান, পরিস্থিতি বিবেচনা করেই প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। অনুমতি পেলেই কাজ শুরু হবে। আমরা চাই যাত্রীদের অসুবিধা না বাড়িয়ে প্রকল্প শেষ করতে। একদিকে দ্রুত অগ্রগতি, অন্যদিকে প্রশাসনিক জট; এই দুই বাস্তবতার মাঝেই কলকাতার মেট্রো ভবিষ্যৎকে আরও আধুনিক করার স্বপ্ন দেখছে তারা।

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব জন্মপঞ্চমী

ভারতের আধ্যাত্মিক সাধকগণের মধ্যে অন্যতম পুরোধা সাধক সীতারমদাস ওঙ্কারনাথদেবের জন্মজয়ন্তী এদিন সমারোহে পালিত হবে দক্ষিণেশ্বরের নিকট ওঙ্কারনাথ মঠে। সারাদিন এই উপলক্ষে পুজোপাঠ, ধর্মালোচনা, কীর্তন, নগর সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। ভগবানের নামগান নিয়ে সাধক নিজেই এক কবিতার মাধ্যমে তাঁর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজে একজন সাধক সাহিত্যিক হিসেবে বহু ধর্ম বিষয়ক পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্য রসবোধ তাঁর রচিত এই কবিতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। জগতের নাথ জগন্নাথদেবের কাছ থেকে তিনি নামমাহাত্ম্য ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ পান। নাম এবং নামী অভিন্ন এই বার্তা তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বার্তাকেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্রতী হন। চৈতন্যদেব বলেছেন, হরি নাম এর ফল তাৎক্ষণিক না হলেও কালে তার সুফল ফলবেই ফলবে। তাই জীবকে তিনি কোনওভাবেই হতাশ না হয়ে

নাম করে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরই উত্তরসূরি হিসেবে সীতারামদাস ওঙ্কারনাদেব যোগ সাধনার মাধ্যমে পুরীতে জগন্নাথদেবের আদেশ পান নাম দিগে যা বার্তার মাধ্যমে।

সুধার ধারা

ইহলোকে সাধুসঙ্গ প্রথম সাধন।
বলেছেন ভগবান রামনারায়ণ।।
সাধু-সঙ্গ সম কিছু নাহি এ ভুবনে।
তরে যায় মহা পাপী সাধু-সঙ্গ গুণে।।
সাধু-সঙ্গে লভে জীব নাম মহাবিত্ত।
জপিতে জপিতে তার ভরে যায় চিত্ত।।
নামেতে মাতাল হয়ে নাচে গায় হাসে।
পরম আনন্দ নীরে সততই ভাসে।।
সাধুর সম্বল নাম সর্ব্ব ধন সার।
নাম বলে পাপী তাপী করেন উদ্ধার।।
মরুভূমে জলকভু মিলে না যেমন।
সংসারে সুখের আশা জানিহ তেমন।।
সকল অসার যদি বুঝে থাকো মনে।
সত্বর শরণ লও সাধুর চরণে।।
সাধু কৃপা হয় যদি নাহি আর ভয়।
গাও দাস সীতারাম জয় নাম জয়।।

সংকলন :- সত্যব্রত কবিরাজ

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার

এসআইআর ও মাইক্রো অবজার্ভার বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর প্রক্রিয়া ও মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগকে ঘিরে রাজ্য সরকারকে একাধিক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রীর মূল উদ্দেশ্য ছিল মাইক্রো অবজার্ভারদের ক্ষমতা ও ভূমিকা খর্ব করা। তাঁর বক্তব্য, মালদা থেকে এক মাইক্রো অবজার্ভার পরিচয় গোপন রেখে একটি অডিও পাঠিয়েছেন, যা তিনি সন্ধ্যায় নিজের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

শুভেন্দুর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর চললেও শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে কেন মাইক্রো অবজার্ভার পাঠানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার ব্যাখ্যা, রাজ্যে এসডিও স্তরের ইআরও-রা মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের নিয়ন্ত্রণে নেই বলেই নির্বাচন কমিশন বাধ্য হয়েছে এই পদক্ষেপ নিতে। তিনি দাবি করেন, বিধি অনুযায়ী ইআরও হওয়া উচিত আইএএস বা ডব্লিউবিসিএস (এ) ক্যাটাগরির অফিসার, অথচ বর্তমানে অধিকাংশ ইআরও সেই যোগ্যতা পূরণ করেন না।

শুভেন্দু আরও বলেন, ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে প্রায় ২২৫ জন ইআরও নিয়ম মেনে নিযুক্ত নন। তাঁর দাবি, অফিসারের অভাব দেখিয়ে দায় এড়ানো হচ্ছে, যদিও বাস্তবে যোগ্য আধিকারিক রয়েছেন। বিএলও ও এইআরওদের ইচ্ছাকৃত ভুলের অভিযোগ তুলে তিনি জানান, বসিরহাট-২ ব্লকের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে সুপারিশ হলেও রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেয়নি। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর না দেওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এসআইআর বন্ধ, মাইক্রো অবজার্ভার প্রশ্ন ও আধার প্রসঙ্গে তিনটি লক্ষ্য নিয়েছিলেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন।

ডিএ মামলায় রায় শোনার পর শহিদ মিনারের আন্দোলন মঞ্চে খুশির হাওয়া। রং মেখে চলল উদযাপন।

ছবি: অদিতি সাহা

রাজ্যে কোনও সরকার নেই, একটা জীবন্ত ফসিল রয়েছে: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পেনশনারদের বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ তীব্র। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের সামনে বলেন, পেনশনাররা বহুদিন ধরে ভরসা রেখেছেন, কিন্তু বর্তমান সরকার তাঁদের ন্যায্য ডিএ দিতে রাজি নয়। এই সরকারের আচরণ সম্পূর্ণ নাটকীয় এবং জনগণের প্রতি উদাসীন। রাজ্যে এখন কোনও সরকার নেই, একটা জীবন্ত ফসিল চলছে। শমীক দাবি করেন, এখনই সরকারকে বাধ্য হয়ে ২৫ শতাংশ ডিএ প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। যখন ৭৫ শতাংশ জনগণ নতুন সরকার তৈরি করবে, তাঁরা বাকি ৭৫ শতাংশ ডিএ দেবে। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান প্রশাসন ডিএ বিষয়ক দাবিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না এবং শুধু নাটক করে গেছে।

তিনি আরও বলেন, সরকারের নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সাধারণ মানুষ ও পেনশনাররা তাঁদের অধিকার আদায়ে পিছপা হবেন না। যারা সরকারি কর্মচারীর অধিকার রক্ষা করছে না, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শমীক সতর্ক করে বলেন, পেনশনারদের বকেয়া ডিএ শুধু অর্থের বিষয় নয়, এটি ন্যায়ের জয়। এই পরিস্থিতি রাজ্যের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা। তাঁর কথায়, পেনশনাররা তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আজকের এই বিষয় আগামী রাজনীতিতেও বড় প্রভাব ফেলবে।

ডোমিসাইল আবেদনে রেকর্ড, পুরনিগমে অস্বাভাবিক ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসনিক ইতিহাসে নজিরবিহীন অধ্যায় তৈরি হল চলতি বছরে। মাত্র ৪০ দিনের ব্যবধানে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের জন্য ১৫ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে; যা আগে কখনও দেখা যায়নি বলে জানাচ্ছে পুরসভা সূত্র। প্রশাসনের অন্দরে এই অস্বাভাবিক চাপের নেপথ্যে মূল কারণ হিসেবে উঠে আসছে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া। নানা সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে ডোমিসাইল কিংবা পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। সাধারণত পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট দেয় কলকাতা পুরনিগম এবং ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করে কলকাতা কালেক্টরেট। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে পুরনিগমই আবেদন গ্রহণ করছে এবং পরে তা কালেক্টরেটের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

পুরনিগমের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হয় যে তিনি অন্তত ১৫ বছর কলকাতার বাসিন্দা। সমস্ত নথি খতিয়ে দেখেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যদিও বিপুল আবেদন জমা পড়লেও এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো সার্টিফিকেট ইস্যু করা সম্ভব হয়েছে। লোকবলের অভাব ও কঠোর যাচাই প্রক্রিয়ার কারণে কাজের গতি ধীর বলে স্বীকার করছে প্রশাসন।

আগে টাউন হলকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় এই পরিষেবা মিললেও এখন কেন্দ্রীয় ভবন ও প্রতিটি বোরো অফিসে একাধিক কাউন্টার খুলে আবেদন নেওয়া হচ্ছে। পুরনিগমের এক কর্তার কথায়, সংখ্যার দিক থেকেও এটি রেকর্ড, আবার প্রশাসনিক চাপের দিক থেকেও নজির।

ডিএ দাবি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ঐতিহাসিক জয়: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা অবশেষে তাঁদের প্রাপ্য ডিএ পেতে যাচ্ছেন। এই অর্জনকে সাংবাদিকদের সামনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার 'রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ঐক্য, ধৈর্য ও অটল সংকল্পের প্রতীক' বলে অভিহিত করেন। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মচারীদের অধিকার অস্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে উচ্চপর্যায়ের আইনজীবীদের নিয়োগ দিয়ে ডিএ বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। কর্মচারীদের আন্দোলনকেও পুলিশি হয়রানি ও অপমানজনক বক্তব্য দিয়ে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল; মজুমদারের কথায়।

তবু, সকল বাধা ও অনিচ্ছার মুখে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা হার মানেননি। দীর্ঘ লড়াই শেষে তাঁদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হল। মজুমদার বলেন, ডিএ কোনো অনুদান নয়, এটি কর্মচারীর আইনগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এই রায় শুধুমাত্র আর্থিক দাবি নয়, এটি ন্যায়ের জয়।

তিনি এই অর্জনের জন্য সুপ্রিম কোর্টকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং সকল কর্মচারীদের অভিনন্দন জানান। তাঁর কথায়, আজকের জয় ইতিহাসে অনন্য, এটি আমাদের সরকারি কর্মচারীদের অসাধারণ সংগ্রামের স্বীকৃতি। এই মুহূর্তে কর্মচারীদের লড়াই ও অধিকার রক্ষার দৃঢ় মনোভাব দেশের জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে রইল।

সিভিক-গ্রিন পুলিশের বেতন বৃদ্ধি, 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে সিভিক ভলান্টিয়ার এবং গ্রিন পুলিশদের বেতন আরও ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য মোট ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকরা আরও উৎসাহিত হবেন এবং সমাজ সেবায় তাদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে। এছাড়া, বাজেটে নতুন প্রকল্প 'বাংলার যুব সাথী' চালু করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ অগস্ট থেকে শুরু হবে এই প্রকল্প। ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি মাধ্যমিক পাশদের প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। প্রকল্পটির লক্ষ্য যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করা। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, যুবক-যুবতীদের ক্ষমতায়নের জন্য এই প্রকল্প বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে। অর্থমন্ত্রী স্মৃতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রিন পুলিশের বেতন বৃদ্ধি এবং যুব সাথী প্রকল্প যুবসমাজকে উৎসাহিত করবে।

ডিএ রায়ে স্বস্তি, তবু আন্দোলনে অনড় কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুপ্রিম কোর্টের বৃহস্পতিবারের রায়ে রাজ্য সরকারি দাবির পক্ষে বড় স্বস্তি মিললেও, আন্দোলন থামাতে নারাজ কর্মচারী সংগঠনগুলি। বকেয়া ডিএ আদৌ সময়মতো মেটানো হবে কি না, তা নিয়ে এখনও গভীর সংশয় রয়েছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, মহার্ঘ ভাতা কোনও দয়া বা অনুদান নয়, বরং কর্মচারীদের সাংবিধানিক অধিকার। এই রায়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের আর্থিক টানাপড়েন দেখিয়ে কর্মীদের ন্যায্য পাওনা আটকে রাখা চলবে না। সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াই আইনি স্বীকৃতি পেল।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ৩১ মার্চের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র অন্তত এক চতুর্থাংশ এবং ১৫ মে-র মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে রাজ্যকে। এই সিদ্ধান্তের আওতায় বর্তমান কর্মীদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্তরাও থাকবেন। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ভাস্কর ঘোষের কড়া মন্তব্য, আগেও নির্দেশ ছিল, বাস্তবায়ন হয়নি। তাই এবারও আমরা নিশ্চিন্ত নই।

রাজ্যপাল মিথ্যা ভাষণ পড়েননি, শুভেন্দুর প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা পরিসরে রাজ্যপাল কর্তৃক মিথ্যা ভাষণ না পড়ার ঘটনাকে প্রশংসা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, রাজ্যপাল প্রথম সাড়ে চার মিনিটের ভাষণে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনার তথ্য পাঠিয়েছেন, যা সঠিক। কিন্তু যেখানে মিথ্যা লেখা ছিল, তা উনি পড়েননি। এটি সাহসিকতার উদাহরণ। শুভেন্দু আরও যোগ করেন, লিখিত ভাষণে বলা হয়েছিল, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রের জন্য হয়নি। এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে সত্যিই সঠিক কাজ করেছেন। উনি মিথ্যা ভাষণ পড়েননি, যা প্রশংসনীয়। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যপাল যখন চলে যাচ্ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, কেন পড়বেন না। উত্তরে রাজ্যপাল দেখান, যেহেতু তথ্যের বাইরে মিথ্যা লেখা আছে, তাই পড়ার প্রয়োজন নেই। এরপর বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় সংগীতের সময় রাজ্যপালকে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনার মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যপালের সততা ও সাহসিকতা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, এটি শুধু বিধানসভার নীতি নয়, বরং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতীক। রাজনীতিবিদদের মতে, এই ঘটনায় সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা সকলের সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

ফের মহানগরে তাপমাত্রা নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার থেকে ফের কমবে তাপমাত্রা। আরও একবার কলকাতায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা নামতে পারে। নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার বাধা না থাকায় উত্তুরে হাওয়ায় নামবে পারদ। বিদায়ের আগে শীতের নয়া স্পেল দেখা যাবে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে তিন জেলায়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে দৃশ্যমানতা দু-এক জায়গায় ৫০ মিটারে নেমে আসতে পারে। বাকি সব জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা সকালের দিকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে দৃশ্যমানতা হাজার মিটারের মধ্যে থাকবে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। এই জেলাগুলিতে দৃশ্যমানতা হাজার মিটারের মধ্যে থাকবে সকালের দিকে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে খুব হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা সকালের দিকে। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। রাতে ও সকালে শীতের অনুভূতি থাকবে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নামবে। এদিন আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার থেকে ফের তাপমাত্রা নিম্নমুখী হবে। উইকেন্ডে কলকাতায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পারদ থাকবে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ফের উত্তুরে হাওয়া বইবে। আগামী কয়েকদিন শীতল হাওয়ায় নামবে পারদ। দু'দিন পর ফের নিম্নমুখী হবে পারদ। কলকাতায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ফের নামতে পারে তাপমাত্রা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে পরিষ্কার আকাশ থাকবে কলকাতায়। সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। আপাতত দিনের বেলায় শীত উধাও। সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের কিছুটা অনুভূতি থাকবে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৭ ডিগ্রি থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

মা-বোনেরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নেবে, আবার তৃণমূল সরকারকে বিদায়ও দেবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে তৃণমূল সরকার 'লদীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়িয়েছে। এপ্রসঙ্গে এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, এবারে লদী ভাণ্ডার বাড়ালেও কিছুই হবে না। মা-বোনেরা লদীর ভাণ্ডার নেবে, আবার তৃণমূল সরকারকে বিদায়ও দেবে। প্রসঙ্গত, এদিন ডিএ অর্থাৎ মহার্ঘভাতা মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৩১ মার্চের মধ্যে ২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে হবে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, সরকারি কোষাগার থেকে টাকা তুলে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মেটাতে হবে। তাঁর কথায়, সরকারি কোষাগারে থাকা অর্থ-ভাণ্ডার ব্লক করে দিতে হবে। অন্যথায় মমতা ব্যানার্জি কোষাগার থেকে টাকা লুঠ করে দলের লোকেদের সুবিধা পাইয়ে দিতে সঞ্চিত অর্থ খরচ করে দেবে। প্রসঙ্গত, তিন বছরের অধিক সময় জেলবন্দি থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে আবার পরিষদীয় কাজে যুক্ত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় চুরির কায়দা জানেন। ওনার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা পিসি-ভাইপোর কাছে গেছে। সেইজন্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পুনরায় জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের সুফল তুলে ধরে 'লদী এল ঘরে' তথ্যচিত্র প্রচার করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে তিনি বলেন, সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস একদা বলেছিলেন, এই পাড়ার কমরেডদের অন্য পাড়ায় গিয়ে প্রচার করতে। তৃণমূল নেতাদেরও সেই একই দশা হয়েছে। বাংলায় তো উন্নয়নের নামে চুরি, ডাকাতি হয়েছে। তাঁর কথায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকের বাড়িতে চিকিৎসক তৈরি হয়।

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে বৈধতা পেল প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে শিক্ষক বদলি সংক্রান্ত এক মামলায় হুগলি জেলার প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল (ডিপিএসসি)-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে এই কাউন্সিলকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। তবে বুধবার ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে জানিয়েছে, আপাতত কাউন্সিল তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। প্রসঙ্গত, চন্দনা ভুঁই নামে এক শিক্ষিকা নিজের বদলিকে বেআইনি দাবি করে আদালতে মামলা করেন। সেই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ জানায়, জেলা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল আইন অনুযায়ী গঠিত হয়নি। ফলে এই কাউন্সিল বেআইনি এবং এর কোনও অস্তিত্ব নেই। সিঙ্গল বেঞ্চের মতে, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদাধিকারীর নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। যদি তারা নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তা বৈধ নয়। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হুগলি ডিপিএসসি ডিভিশন বেঞ্চে যায়। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে জানায়, আপাতত কাউন্সিল তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, কাউন্সিল গঠনের বৈধতা সংক্রান্ত নথি জমা দিতে হবে।

আদালতে হুগলি জেলার প্রাইমারি কাউন্সিলের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক জানান, ডিপিএসসি প্রাথমিকে নিয়োগ থেকে শুরু করে, বদলি সমস্ত কাজটাই করে। এই গোটা প্রক্রিয়াটাই বন্ধ হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, কাউন্সিলের বাদ বাকি যা কাজ, তাও করতে পারছে না। কাউন্সিলে যে সমস্ত কর্মী রয়েছে তাঁরাও সংকটে পড়েছে। আইনজীবী মহলের মতে, ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশের জেরে সারা রাজ্যে প্রাইমারি কাউন্সিলের যে অচলাবস্থা তৈরি হতে যাচ্ছিল, তার নিরসন হল। কাউন্সিলের যে অস্তিত্ব সংকটহীনতায় ভুগছিল তার থেকে মুক্তি পেল।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই বাজেটে, মত বিশেষজ্ঞদের

শুভাশিস বিশ্বাস

রাজ্য বাজেটে কর্মসংস্থানের কোনও লক্ষ্য ঘোষিত হল না, এমনটাই মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। সঙ্গে তাঁরা এও জানাচ্ছেন, মাইক্রো ফিনান্স, পরিযায়ী শ্রমিকের কথাও কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য ঘোষিত বাজেট ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে মোট ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ৪,০৬,০৮৪.১৭ কোটি টাকা। নির্বাচনের আগে এই বাজেটকে কেন্দ্র করে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। বাজেটের মূল বৈশিষ্ট্য হল জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ, কিন্তু কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক গতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্পষ্ট কোনও রূপরেখা নেই। তবে সামাজিক প্রকল্পের সম্প্রসারণ ঘটেছে। লদীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সঙ্গে চালু হয়েছে নতুন যুব সাথী প্রকল্প। যেখানে ২১ থেকে ৪০ বছরের যুবকদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত মাসে ১৫০০ টাকা দেওয়া হবে পাঁচ বছর ধরে। এই প্রকল্প কার্যকর হবে ১৫ অগস্ট থেকে। বাজেটের এই অংশ নিঃসন্দেহে ভোটমুখী পদক্ষেপ, কারণ সরাসরি জনসমর্থন অর্জনের উদ্দেশ্য এতে স্পষ্ট। এদিনের বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই বলেই জানাচ্ছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ। মাইক্রো ফিনান্স বা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্যও কোনও বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়নি। ফলে অর্থনীতির দুর্বল অংশগুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলেই মনে হয়। সামাজিক ভাতা প্রকল্পগুলি স্বল্পমেয়াদে স্বস্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প হতে পারে না।

শুধু তাই নয়, এবারের বাজেটে এটাও নজরে আসছে যে গত অর্থবর্ষে প্রস্তাবিত

খরচের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কম হয়েছে। বেতন, ভাতা ইত্যাদি চলতি খাতে এবং পরিকাঠামো এবং স্থায়ী সম্পদের মতো মূলধনী খাতে উভয় ক্ষেত্রেই বরাদ্দের তুলনায় কম খরচ হয়েছে। মূলধনী খাতে কম ব্যয় অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অন্যদিকে রাজ্যের মোট ঋণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৮ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা। বাজার থেকে ধার করার লক্ষ্য ৮০ হাজার কোটি টাকার বেশি। ঋণ পরিশোধের খরচও বেড়েছে, যা রাজ্যের আর্থিক ভারসাম্যকে আরও চাপে ফেলবে। পাশাপাশি এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে চলতি খাতে খরচের বৃদ্ধি ৩ শতাংশেরও কম। মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনায় রাখলে এই বৃদ্ধি কার্যত বাজেট সঙ্কোচনের দিকে ঠেলে দেবে। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ব্যয়ক্ষমতা কমে যাবে।

এই বাজেট মূলত নির্বাচনের আগে জনপ্রিয় প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণে মনোযোগ দিয়েছে। লদীর ভাণ্ডার ও যুব সাথীর মতো প্রকল্প ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারে, কিন্তু কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক গতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাজেটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। বরাদ্দের তুলনায় কম খরচ, ঋণের চাপ এবং মূলধনী খাতে ব্যয়ের ঘাটতি রাজ্যের অর্থনীতিকে দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল করে তুলতে পারে। ফলে এই বাজেটকে জনমুখী বলা গেলেও অর্থনৈতিকভাবে কতটা টেকসই বলা কঠিন।

সম্পাদকীয়

জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচমেন্ট! চমক ছাড়া কিছুই নেই

একাধিক দুর্নীতি থেকে এসআইআর, কোণঠাসা তৃণমূল সরকার। সামনেই আবার বিধানসভা ভোট ফলে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে মরিয়া তৃণমূলনেত্রী। হাতে কোনও ইস্যু নেই। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজ সাথী সাইকেলে প্রান্তিক অংশের কিছু মানুষকে ম্যানেজ করা গেলেও তা নিয়ে বৈতরণী পার হওয়া যাবে না এটা জলের মতোই স্পষ্ট। চরম হতাশ তৃণমূল শিবিরের চাই নয়া হাতিয়ার। তারই একটা হল এসআইআর। এই প্রক্রিয়ার শুনানিতে কিছু মানুষের হেনস্তাকে প্রথম থেকেই পুঁজি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার আরও একধাপ এগিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচমেন্ট করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তৃণমূলনেত্রী। এই নিয়ে গত মঙ্গলবারই দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউয়ে সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠকে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের একজোট করার নির্দেশ দেন দলনেত্রী। নেত্রীর নির্দেশ পেয়ে দলের পলিটিক্যাল ম্যানেজাররা মাঠে নেমে পড়েছেন বলেই খবর। কিন্তু ঘটনার পর ৪৮ ঘন্টারও বেশি সময় গড়িয়ে গিয়েছে, আরও কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। মোদ্দা কথা এই ইস্যুতে এখনও পর্যন্ত খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি তৃণমূল, এটা পরিষ্কার। এখন প্রশ্ন, বাস্তবে তৃণমূলের পক্ষে এটা কতটা করা সম্ভব বা আদৌ কি করা সম্ভব? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর হচ্ছে না এবং না। কারণ, সংসদে এই প্রস্তাব আনতে গেলে চাই অন্তত ১০০ জন সাংসদের সাক্ষর। যে সংখ্যা তৃণমূলের নেই। এখানেই শেষ নয়, যদিও বা জোটানো যায় তারপরও রয়েছে অনেক প্রক্রিয়া। তার জন্য সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন চাই। এখন পশ্চিমবঙ্গে ভোট। তৃণমূলের এই নিয়ে যতটা আগ্রহ, বাকিদের তা থাকবে কেন?সেটা একটা ফ্যাক্টর। ফলে তৃণমূলের তালে বিরোধীরা তাল দেবে এটা ভাবলে ভুল হবে। আর রাজনৈতিক মহলের একাংশ যেটা ভাবছে, জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজেপি, তাতে আখেরে তৃণমূলের দাবিতেই শিলমোহর পড়বে, কিন্তু সেটা কতদূর হবে বলা কঠিন। কারণ, পরিস্থিতি সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, এমন পরিস্থিতি কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে না।

শব্দছক ৬৪ — রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. সর্প ২. সৎ লোকের কর্ম ৫. সরবৎ-এর জন্য মিষ্টি সুগন্ধী তরল ৬. ক্ষণ ৭. যা থেকে গাছ জন্মায় ৯. বছর ও দিন ১১. কাজ হাসিল করতে অনুনয় ১৩. বাঁকা দৃষ্টিতে ১৬. প্রায় দৃষ্টান্তহীন বিষয় ১৮. টলে যাওয়া ১৯. ছন্দোকার ২০. বড় উনান ২১. র‍্যাপার ২২. বিপদ

ওপর-নিচ: ১. নানারকম ২. কোন সাহায্য সহযোগীতা ছাড়াই ৩. সূর্য ৪. দৃষ্টির অগোচর ৬. রূপকথার গল্পে ডানা-অলা সুন্দরী নারী ৮. বার্ধক্য ১০. স্তূপীকৃত ১২. দুধ-সাদা রড ১৪৩. শুকনো কাঁচাআম চূর্ণ ১৪. আঘাত ১৫. খেল উপকরণে ভরা ঘর ১৬. খারাপ, ব্যবহারের অযোগ্য ১৭. দিনমণি

সমাধান ৬৩ — পাশাপাশি: ১. ছিনিমিনি ৪. গান ৬. মতি ৭. বেদানা ৯. রোদ ১০. তিলেক ১১. মহাজন ১২. মাতব্বর ১৪. তামাম ১৫. রানি ১৬. চাকমা ১৭. মাস ১৮. শাপ ১৯. রিমঝিম

ওপর-নিচ : ১. ছিমছাম ২. নিতি ৩. নিবেদন ৫. নরক ৮. নাতিনাতনি ৯. রোজনামচা ১২. রক্তসম ১৪. তামাশা ১৭. মাঝি

আজকের দিন

■ **১৯৫৮** — মিউনিখ বিমান দুর্ঘটনায় ২৩ জনের মধ্যে ৮ জন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলোয়াড় ছিলেন।

■ **২০১৮** — স্পেসএক্স তাদের ফ্যালকন হেভি রকেট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে।

■ **২০২৩** — তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ৫৭,০০০ জন মারা যান।

জন্মদিন

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে রামেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।*

১৯৪০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ভূপিন্দর সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৮৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় এস শ্রীসন্থের জন্মদিন।*

ভূপিন্দর সিং

হাওড়া ও উলুবেড়িয়া

কালীঘাটের আরাধনা কমুণ্ডলুর উপাসনা

সুবীর পাল

ভোটের টেবিলে কলব্রিজটা বেশ জমে উঠেছে। ছাব্বিশের ফাইনাল টার্ম বলে কথা। একেবারে নিঁখুত দানে নিপুন প্ল্যানে তাস ফেলা চাই। নয়তো ফসকা গেড়ো। কি শাসকের। কি বিরোধের। এক্কেবারে ডু অর ডাই টানটান উত্তেজনা বস্।

হরতন, রুইতন ইস্কাবন, চিড়িতনের টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম। তবে লাস্ট পর্বে তাস খেলাটা কিন্তু বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু মুচকি হাসি হেসে ফেলল একটা ট্রাম্পকার্ড। কিন্তু হায় সেই ক্ষণিক হাসির মুখে অনেকটা ঝামা ঘসে দিল যে আচমকা ব্যবহৃত ওভার ট্রামকার্ড। ট্রাম্পকার্ডের সমর্থিত দাম্ভিকতা এ যে মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে গেল ওভার ট্রাম্পকার্ডের সুযোগ্য মুন্সীয়ানায়।

হাওড়া লোকসভা এলাকায় সাম্প্রতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটটাও কেমন যেন এরকম তাস খেলার মতোই সামঞ্জস্য পূর্ণ। চর্চাগত সৌজন্যে শাসক তৃণমূল। ইস্যুটা সেই বহুল চর্চিত দুর্নীতি। যার ব্যপ্তি হিমালয় সমান তুঙ্গস্পর্শী। বাঙালিয়ানার এখন তো একটাই গর্ব করার মতো ব্র্যান্ড, 'দুর্নীতি।' আর এই তথাকথিত সাম্প্রতিক কালের বঙ্গরাজ্যের প্রতিটি নিঃশ্বাসের উৎস যখন অক্সিজেন স্বরূপ দুর্নীতির 'ঠোঁট এবং লাফানো' কর্পোরেটের নিজস্ব উদারীকরণ কালোয়ারী কার্বণ ছেয়ে গেছে শাসকের প্রায় প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, অগত্যা তখন প্রশাসকের একটাই ধামাধরা স্টিরিও টাইপ সাধুবেশ ধরার প্রচেষ্টা, 'দুর্নীতির মোকাবেলায় আমরা বিবেকের ডাকে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলি সর্বদা।'

কিন্তু সমালোচকদের ধারণা একেবারে উল্টো, এই সরকার বাহাদুর তো আবার নড়েও না চড়েও না। তার আবার 'বিবেকের ডাক'? সেটা আবার কি? ওটা কি মঙ্গলগ্রহের কোনও ধাতব বস্তু? সুতরাং কি আর করার থাকতে পারে? বাধ্য হয়েই নাছোড়বান্দা অনেকের 'কান টানলে মাথা আসে' থিওরিতে আদালত দরজার কড়া নাড়া প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বিচার প্রাপ্তির ক্ষীণতম আশায়। প্রশাসনিক কোটারি পার্টির অগতির গতি নামক একটাই ডায়লগ, গুগলি বল পিচে ফেলার মতো ঘরাণায় চালিয়ে চলেছে গোয়েবলস প্রচার, 'অনুপ্রেরণার উন্নয়ণে সারা বাংলা হাসছে।' অলটাইম বিশ্রী প্যাকেজে, থুড়ি ভুল বলা হয়ে গেল, সঠিকটা হলো, বহুবিধশ্রী মোড়কে বঙ্গজ অস্মিতা এখন ভারত সেরা বলেও কত শত প্যাঁক প্যাঁক প্রেজেন্টেশন শোনা যায় মহামহিম ক্যামাক দফতরীর বদান্যতায়।

আচ্ছা, এসব তথ্য তালাশ কি শুধুই মুখের কতকথা নাকি এর কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে? তাই নাকি? ঠিকই আছে, তাহলে সত্যসুলুকের সন্ধানে না হয় একবার হাওড়া লোকসভা এলাকায় কেঁচো খুঁড়তে না হয় সাপ বের করেই আনা যাক। কি বলেন মশাই? তাহলে হোক কাটাছেঁড়া হাওড়া পুরসভা। দুর্নীতির অপারেশন টেবিলে।

মাত্র মাস দুই আগের ঘটনা। উদ্যোগীর ভূমিকায় তৃণমূল পরিচালিত হাওড়া পুরসভা। সংশ্লিষ্ট শহরের একাধিক থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সর্বমোট ৪২ জন স্থানীয় প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। পুলিশের কাছে নালিশের অ্যাপ্রোচটা আনকমন হলেও বয়ানের ঘরাণাটা অনেকটাই কমন। অনেকের মতে, সামনে ভোট, তাই দুর্নীতির বিষয়ে শাসক পক্ষ নিজেদের ডায়লগ 'জিরো টলারেন্স' প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করতেই এফআইআরের এই মরিয়া পদক্ষেপ। শহর জুড়ে প্রায় পাঁচ হাজার বহুতল বেআইনি নির্মাণের প্রোমোটাররাজ এখন তো অনেকটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে হাওড়ায়। নিশ্চয়ই এগুলো আলাউদ্দীনের প্রদীপ ঘষে দেওয়ায় রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। এসব বেআইনি নির্মাণ তো বছরের পর বছর ধরে হাওড়া এলাকায় চলে আসছে ডোন্ট কেয়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের তোলাবাজি আশীর্বাদে।

অনুমোদনহীন নির্মাণ, অনুমোদনের তুলনায় বাড়তি তলা, বিল্ডিং সার্ভেয়ারদের নজরদারির অভাব, পাঁচতলার অনুমতি নিয়ে সাততলা তৈরি করা, আবার কোথাও কোনও নকশা জমা না দিয়েই, রাতারাতি বহুতল গড়ে তোলা। এর ফলে, ভবনগুলির কাঠামোগত নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও জনজীবনের উপরে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা বেড়েই চলেছে। পুলিশের কাছে এমনই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে।

এ ব্যাপারে একাংশ প্রোমোটারের সঙ্গে কিছু শাসক নেতার অনৈতিক গাঁটছড়া নিয়েও হাটে বাজারে সরসের গসিপ তো এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায়। তাহলে এসব লোক দেখানো এফআইআরয়ের অর্থ কি? বিরোধী বিজেপির বক্তব্য, সামনে ভোট। তাই হাওড়াবাসীকে বোকা বানানোর জন্য তৃণমূল এখন এফআইআরের নামে একটা রাজনৈতিক ট্রাম কার্ড সামনে আনার নাটক শুরু করেছে মাত্র।

কিন্তু এ হেন রাজনৈতিক ট্রাম কার্ডের পাল্টা, মামলার ফাঁসে ওভার ট্রাম হয়ে নিউটনের থার্ড ল হিসেবে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই পুরসভাকেই। জনস্বার্থ মামলা রুজুর ওভার ট্রামটি 'খেলা হবে খেলা হবে' করেন জনৈক হাওড়াবাসী অমল শ্রীবাস্তব। কলকাতা উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে গত ৪ নভেম্বর পিটিশন ঠোকেন হাওড়া পুরসভার বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, শৌচাগার নির্মাণ সহ একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে ব্যয়ের হিসেবে স্বচ্ছতা নেই বলে তাঁর দাবি। ২০১৮-১৯ এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষে হাওড়া পুরসভার ব্যয় সংক্রান্ত রিপোর্টে অসংগতি ধরা পড়ে। এ বিষয়ে ক্যাগের রিপোর্টেও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে বলে মামলাকারীর অভিযোগ। কেস নম্বর, ৪৮১/২৫।

দুর্নীতি আর তৃণমূল এই দুটি শব্দ যেন রাজ্যের নিরিখে সমার্থক হয়ে উঠেছে, ভোটের আতশ কাঁচের নিচে এখন তো এটাই একমাত্র ব্রেড এন্ড বাটার। এমনকি এতো হাওড়াতেও সংক্রামিত। সেক্ষেত্রে উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকা বাদ যায় কেন? সাম্প্রতিক কালে উলুবেড়িয়ার দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জোয়ারগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, ওই পদাধিকারী দুইজন ৪টি গাছ কাটার লিখিত নির্দেশ দিলেও আসলে ২৭টি গাছ কাটিয়েছেন বেআইনি ভাবে। এমন অভিযোগে যখন স্থানীয় অঞ্চলে উষ্মার আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই এক ঝাঁক আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত নানান বেনিয়ম অতি সম্প্রতি অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরেছে একই গ্রাম পঞ্চায়েতকে। তারই প্রতিবাদে তড়িঘড়ি মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি। পঞ্চায়েত দফতর ঘেরাও করতে গেলে গেরুয়া বাহিনীর সঙ্গে তুলকালাম বেঁধে যায় পুলিশের। দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে যায়। এই প্রতিবাদের লেলিহান ছড়িয়ে পড়ে একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রামীণ জনপদ থেকে গোটা উলুবেড়িয়া লোকসভা অঞ্চলের প্রান্তর থেকে প্রান্তে। এই আর্থিক বেনিয়মের ইস্যুতে বিজেপি এই সমস্ত এলাকায় লাগাতার প্রতিবাদে সামিল হয়েছে ধারাবাহিক পর্যায়ে একদম অলআউট মোডে।

একটানা দশবার বলতে ১৯৭১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সিপিএম উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে এসেছিল। কিন্তু সেই নাগাড়ে চলতে থাকা 'চলতি কা নাম গাড়ি' থমকে যায় ২০০৯ সালে। সেই সময়কাল থেকে সুচিত হয় সেখানে তৃণমূলের বিজয় রথের জমানা। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের সাংসদ নির্বাচিত হয়ে আসছে। এমনকি ২০১৮ সালের উপনির্বাচনেও এই জয়যাত্রার বিরুদ্ধে লাল আলো মোটেও প্রতিফলিত হয়নি। এই গ্রাফ পর্যালোচনা করলে অবশ্যই বলা যেতে পারে সিপিএমের এককালের জার্মান প্রাচীর তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে গেলেও বর্তমানে তা যেন তৃণমূলী চীনার দেওয়ালে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এখানে মোট ভোটার ছিল ১৭,৪১,৪৩৮ জন। তারমধ্যে ৫২.১০ু ভোট পেয়ে তৃণমূলের থলিতে জমা পড়ে ৭,২৪,৬২২টি মানুষের সমর্থন। উল্টো দিকে বিজেপির পক্ষে বোতাম টিপেছেন ৫,০৫,৯৪৯ জন। অর্থাৎ গেরুয়া শিবিরে ৩৬.৩৮ু ভোট ঢলেছিল। সুতরাং বিজেপির থেকে তৃণমূল ২,১৮,৬৭৩টি বেশি ভোট পেয়ে জিতে যায়।

এই লোকসভা ভোটে তৃণমূলের একতরফা জয়ের ধারা তীব্র ভাবে বজায় ছিল স্থানীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত সাতটি বিধানসভা আসনেও। ২০২১ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বাগনান, আমতা এবং উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের সবকটিই সবুজময় হয়ে ওঠে টিএমসির ভিক্টি চিহ্নের দাপুটে সুবাদে। এইসব কেন্দ্রে তৃণমূলের চওড়া হাসির জন্য ভোটের ব্যবধান রচিত ছিল যথাক্রমে ১৭,১২৬, ২১,০০৩, ২৮,৪৩৮, ৩১,৫১১, ৩০,১২০, ২৬,২০৫ সহ ১৩,৯৯৮টি।

সুতরাং আগামী নবান্ন দখলের লড়াইয়ে সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে তৃণমূল গোঁফে তা এখনই দিতে শুরু করেছে এই ভেবেছে, আরে এই সাত আসন তো আমাদের কুক্ষিগত হয়েই আছে, চিন্তা কিসের? কিন্তু চিন্তা তো না হয়েই বা জো আছে নাকি? এখানকার সর্বমোট ভোটারের ৩০ু হলো সংখ্যালঘু। যা তৃণমূলের সলিড ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে খ্যাত। অতি সম্প্রতি কিন্তু একাংশ সংখ্যালঘু মানুষ রাজ্য শাসকের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে। তারপরে গোদের উপর ফোঁড়া হিসেবে মুসলিম ভোটে বড় রকমের ফাটল ধরাতে উদগ্রীব মুর্শিদাবাদের মাটিতে নতুন জন্ম নেওয়া একটি রাজনৈতিক দল। এর প্রভাবে বিভাজনের পরিকল্পনা সত্যিকারের সফল হলে তৃণমূলের অধুনা গর্বের পাশা কিন্তু উল্টে যেতে বাধ্য। আর সেই ফাঁক গলে বিজেপি কিন্তু এখান থেকে কমপক্ষে চারটি আসন হাতিয়ে নেবার সুখস্বপ্নে বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে আপাতত এ যাত্রায়। যদিও সেই আত্মতৃপ্তির সুখস্বপ্ন মাঠে ময়দানে না দেখা গেলেও গেরুয়া টেবিল বৈঠকে তা কিন্তু অবশ্যই জড়ালো ভাবে সীমাবদ্ধ।

গত বিধানসভা ভোটের ফলাফলে উলুবেড়িয়ার সম কায়ার একই ছায়া হাওড়া লোকসভার অন্তর্বর্তী জায়গাতেও প্রতিফলিত হয়েছে প্রবল ভাবে। সেখানেও সাতে সাতের পূর্ণ ফসল তৃণমূল সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে তাদের পার্টি অফিসে। বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল এবং পাঁচলা কেন্দ্রে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপিকে হারিয়ে দেয় যথানুক্রমে ৬,২৩৭, ৫,৫২২, ৪৬,৫৪৭, ৩২,৬০৩, ৫০,৫৬৯, ৪০,৪২৭ ছাড়া ৩২,৭৫১ ভোটের মার্জিনে শাসক তৃণমূল।

হাওড়া লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০ তে এখান থেকে জেতে সিপিএম। ১৯৮৪ সালে কংগ্রেস ফিরে আসে। ১৯৮৯ ও ১৯৯১ তে সিপিএম কামব্যাক করে। ১৯৯৬ তে আবার কংগ্রেস ছিনিয়ে নেয় এই কেন্দ্রটি। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল জলের প্রথম আত্মপ্রকাশ লগ্নেই এই কেন্দ্রটি বার্থডে গিফট হিসেবে পেয়ে যায়। ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে স্বমহিমায় ফের ফিরে আসে সিপিএম। এরপর আসে ২০০৯ সাল। সেই সময় থেকে ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ এর লোকসভা ভোট সহ ২০১৩ সালের উপনির্বাচনে ঘাসফুল বাহিনীকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখনও পর্যন্ত শেষতম লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া কেন্দ্রে সাকুল্যে ভোটারদের সংখ্যাটা ছিল ১৭,৬৯,১৮৪ জন। ১,৬৯,৪৪২টি কম ভোট পেয়ে টিএমসির কাছে বিজেপি এখানে হার স্বীকার করে নেয়। বিজেপি ভোট পেয়েছিল ৪,৫৭,০৫১ জন সমর্থকের সহানুভূতি। যার অর্থ ভাজপার অন্দরমহলে ৩৫.৯৪ু ভোট ঢুকে পড়েছিল। পরোক্ষে সবুজ ঘাসে ৪৯.২৬ু ভোট শিশিরের মতো মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। কারণ তৃণমূল খাতে ৬,২৬,৪৯৩ জনের চুপচাপ ফুলে ছাপ যে পড়ে গিয়েছিল গণতন্ত্রের শর্ত মেনে।

আসন্ন ভোটের মরশুমে হাওড়া লোকসভার ভিতরে যে সাতটি আসন তৃণমূলের রয়েছে, তারই যে পুনর্ফল ফের ফলতে চলেছে এমন ধারণায় বশবর্তী হয়ে তৃণমূল সৈনিকেরা যে বর্তমানে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। তাদের ধারণা, আর যাইহোক তৃণমূলের থেকে হাওড়া লোকসভা এলাকা কখনই মুখ ফেরাবে না। কিন্তু দুর্নীতি, ধর্ষণ, তোলাবাজি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ এই শাসক দলটি সম্পর্কে হাটে, বাজারে, রকে, ঠেকে, বাসে, অটোতে আমজনতার রোষ কিন্তু প্রবল সুনামির মতো ক্রমেই আছড়ে পড়ছে তাঁদেরই নিজস্ব বিভিন্ন আলোচনায় সমালোচনায়। আর এ হেন 'জন জানে জনার্দন'এর ক্ষোভকে রাজনৈতিক ভাবে ক্যাশ করতে চাইছে বিজেপি। ফলে কমুণ্ডলের হিন্দুত্বের জিগির তুলে তারা স্লোগান তুলেছে গঙ্গার ধার ঘেঁষা হাওড়ার অলিতে গলিতে, 'মমতার সরকার আর নেই দরকার।' আর এমনতর স্লোগানের ছাঁকনির ছিদ্র দিয়ে নিদেন পক্ষে দলের 'চায়ে পে চর্চা'র কেটলির মধ্যে গোটা পাঁচ আসন যদি গলে যায় বাই চান্স, তবে তো কেল্লা ফতে। অপেক্ষার মৌতাতে ভোট স্যুইংয়ের আবহটা কিন্তু সম্প্রতি বেশ জমজমাট। কালীঘাটের অস্মিতা তন্ত্র সাধনা নাকি কমুণ্ডলের শ্রীরাম মন্ত্র কামনা, কোনটা যে তুক আর কোনটা যে তাক হবে, তা তো শেষতম স্পেলেই চিচিং ফাঁক হলো বলে!

চটবাসর ৭০

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাস শুরু হয় ফেডারেল কোর্ট অফ ইন্ডিয়া (১৯৩৫) দিয়ে এবং ২৮ জানুয়ারী, ১৯৫০ সালে নতুন সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় সংস্থায় পরিণত হয়। প্রাথমিক ঔপনিবেশিক আদালত (কলকাতা, মাদ্রাজ) থেকে বর্তমান শীর্ষ ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়, ১৯৫৮ সালে তিলক মার্গ ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে সংসদ ভবনে এর প্রথম অধিবেশন।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বর্ধমানে লক্ষাধিক অবৈধ টাকা উদ্ধারে নাম জড়াল বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ'র পিএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানে অবৈধ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধারে পুলিশের কাছে চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি ধৃতদের। সাংবাদিক বৈঠকে জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'ধৃতরা জানিয়েছে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের পি এ বালি ঘাট থেকে টাকা তুলতে বলেছিল।'

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রেনেসাঁ উপনগরীর ভিতর থেকে একটি চারচাকা গাড়ি থেকে বিপুল পরিমানে নগদ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে মোট ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় সৌরভ ঘড়ুই ও বাপন হাঁসদা নামে দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে বর্ধমান থানার পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় উদ্ধার হওয়া টাকার কোনও বৈধ সদুত্তর দিতে পারেননি তাঁরা। পরে পুনরায় জেরা করায় তাঁরা পুলিশকে জানান, পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বালিঘাট থেকে এই টাকা আদায় করা হয়েছে। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি পুলিশ। আরও কড়া জেরায় উঠে আসে নতুন তথ্য। অভিযুক্তরা জানান, হৃদয় পাল নামে এক ব্যক্তি তাঁদের এই টাকা সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রে দাবি, অভিযুক্ত হৃদয় পাল হলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ তথা বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ)। ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বর্ধমান জেলা পুলিশ। এই মামলায় সৌরভ ঘড়ুই ও বাপন হাঁসদাকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যারা বা যে সমস্ত ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন, তদন্তের স্বার্থে প্রত্যেককেই ডাকা হবে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত এখনও চলছে। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন জেলা তৃণমূল নেতা বাগবুল ইসলাম বলেন, 'ভোটের আগে এ ধরনের অবৈধ টাকার উৎস কি? সেটা সবাই জানে। রাজ্যে ইডি, সিবিআই, অবৈধ টাকা সবটাই বিজেপি'। তার উত্তরে বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র জানান, 'এই টাকা কোথা থেকে এসেছিল, কেন এসেছিল তা সবাই বুঝতে পারছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করে এর উৎস বার করুক।' বর্ধমান শহরের উপনগরীতে একসাথে এতগুলো টাকা পাওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সৌমিত্র খাঁকে ফোন করা হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পিএ কোথায় কি করছে সেই বিষয়ে তার জানা নেই। এই ঘটনায় তার কোনও যোগ নেই। তাকে বদনাম করার জন্য তার নাম জড়ানো হচ্ছে। যেহেতু এখন ইডি সিবিআই হচ্ছে। তাই কোনও কিছু করতে না পেরে তার বদনাম করার চক্রান্ত করা হয়েছে।

খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

যুব সভাপতির বিরুদ্ধে 'নো এন্ট্রি' পোস্টারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলে তৃণমূলের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব! যুব তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি হলেন পলাশ রায়। তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খানাকুলে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এই পোস্টার পড়ে। পোস্টারগুলিতে তাঁকে কটাক্ষ করে লেখা রয়েছে 'ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের পবিত্র মাটিতে পার্টি অফিস চোর। পলাশ রায়ের প্রবেশ নিষেধ। ছিঁ ছিঁ।' হঠাৎ করে প্রকাশ্যে এই ধরনের পোস্টার পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূলের অন্দরে কি ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিচ্ছে? কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে। ঘটনা নিয়ে যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি পলাশ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,

'বিজেপির চক্রান্ত। রাজনৈতিক ভাবে পেরে উঠতে না পেরে এই সব করছে।' তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের নেতা-কর্মীদের দাবি, এটি সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক কাজ। তাঁদের বক্তব্য, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই পরিকল্পিতভাবে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের আশা, বিষয়টি দ্রুত পরিষ্কার হবে এবং দোষীরা চিহ্নিত হবে। এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির সভাপতি সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, 'বিজেপি কিংবা ছিন্নমূলেরা এই সব করেছে। পলাশ রায় মানুষের জন্য কাজ করে। বন্যা থেকে শুরু করে সারা বছর মানুষের পাশে থাকেন।' অন্যদিকে, বিজেপি এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই পোস্টার তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের মতে, ক্ষমতার লড়াই ও দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে, আর তারই ফল এই 'নো এন্টি পোস্টার।' এই বিষয়ে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'তৃণমূল এখন জন সমর্থন হারিয়েছে। খানাকুল-সহ গোটা রাজ্যে তৃণমূল ২০২৬ সালে হারবে। বিজেপি সরকার গড়বে। সেই ভয় থেকে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। শেষ সময়ে পদে থেকে কাটমানি খাবে বলে তৃণমূলের মধ্যে লড়াই হচ্ছে।' সবমিলিয়ে এই ঘটনা আরামবাগ মহকুমা জুড়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল।

হিয়ারিংয়ের শেষ দিনে হয়রানির শিকার, অসুস্থ ব্যক্তি থেকে প্রতিবন্ধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হিয়ারিংয়ের শেষ দিনে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে শুনানি পর্বে প্রতিবন্ধী যুবক। দৃষ্টিহীন স্বামীকে নিয়ে হিয়ারিংয়ে প্রতিবন্ধী স্ত্রী। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার শুনানি পর্বে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের ছবিটা ছিল এমনই। একেবারে নাজেহাল নাগরিকরা। সকলেই তাদের উপযুক্ত নথিপত্র নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে হাজির হয়েছেন। বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকে বিডিও অফিসে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা হুইল চেয়ার নিয়ে আসেন। তার মধ্যেই দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন বছর ৫৫-র সালমা বিবি। তাকে পরিবারের লোকজন দ্রুত উদ্ধার করে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার হাসপাতালে ভর্তি করে। একদিকে শ্বাসের কষ্ট, অন্যদিকে প্রেসার ফল্ট করে গিয়ে এই বিপত্তি বলে জানান অসুস্থ বধূর পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শারীরিক অসুস্থ হুইল চেয়ারে বসে রয়েছে নাকে অক্সিজেনের নল নিয়ে। পাশে রয়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। তার মধ্যেই অপেক্ষায় দৃষ্টিহীন যুবক সঙ্গে স্ত্রী, রয়েছেন বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধারা, রয়েছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা। বয়স্ক বৃদ্ধ সাবিদ আলী বলেন, 'অসুস্থতা আর অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বৃহস্পতিবার হুইল চেয়ারে বসে এখানে এসেছি। নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ দেওয়ার জন্য। কিন্তু শুনানির শেষ দিনে যা ভিড় দেখছি শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত নথিপত্র জমা দিতে পারব কিনা জানিনা।' অন্যদিকে দৃষ্টিহীন

শরিফুল গাজীর স্ত্রী সামিনা বিবি বলেন, 'আমার স্বামী চোখে দেখতে পারেন না, চলতে পারেন না, আমি নিজে প্রতিবন্ধী যাতে নাম না কাটা যায় তার জন্য আজ এখানে। দুপুরে গিয়ে খেতে পারবো কি না জানিনা। আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন কাটে, যেভাবে হিয়ারিংয়ে ভিড় হচ্ছে আমাদের জীবিকা চালানোই মুসকিল হয়ে যাচ্ছে। হিয়ারিং-এর নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে।' রীতিমতো ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। প্রশাসনিক মহলের খবর আগামী দুই দিন আরও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হতে পারে। কারণ শুনানি পর্ব শেষ করা যাচ্ছে না।

বনগাঁ আদালতে গোপন জবানবন্দি দিলেন মিমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আদালতের নির্দেশ মতোই বনগাঁ আদালতে গোপন জবানবন্দির জন্য আসলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান করতে এসে উদ্যোক্তা এবং অভিনেত্রী মিমির মধ্যে শুরু হয় আইনি লড়াই। শ্লীলতাহানির ধারায় বনগাঁ আদালতের বিচারকের নির্দেশে গোপন জবানবন্দি দিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। আদালত থেকে বেরিয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'বিচারকের কাছে যে জবানবন্দিটা দেওয়ার সেটাই দিতে আসলাম। আমার লড়াইটা মিথ্যার বিরুদ্ধে ছিল। আমার নামে যে মিথ্যা অপবাদটা দেওয়া হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধেই আমার লড়াই চলছে।' ক্লাবের সদস্যদের ব্যবহারের প্রশংসা করে অভিনেত্রী জানান, 'ক্লাবের লোকেদের যথেষ্ট ভালো ব্যবহার ছিল, শুধুমাত্র তনয় শাস্ত্রী ছাড়া। আর আমি নেমে আসার পরেও অনুষ্ঠান হয়েছে তার প্রমাণ দিতেই আমি এসেছি। মিথ্যাকে বারবার বলে সত্য প্রমাণ করা যায় না তাতে টিআরপি হয়।' তনয় শাস্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি কিছু বলবেন না বলে জানান মিমি।এই বিষয়ে তনয় শাস্ত্রীর পক্ষের আইনজীবী দীপাঞ্জয় দত্ত বলেন, 'বিচারক যে নির্দেশ দিয়েছিল গোপন জবানবন্দি দেওয়ার জন্য। এটা ইনভেস্টিগেশনের একটা পার্ট। তার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে।'

টোটো চালকের মৃত্যুতে টোটো ধর্মঘট, হয়রানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ২৬ জানুয়ারি কাঁকসার পানাগড় বাজারে ট্রাক্টরের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন পঙ্কজ পাণ্ডে নামের এক টোটো চালক। গত মঙ্গলবার দুপুরে কাঁকসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। সেই খবর এলাকায় পৌঁছাতেই শোকাহত হয়ে পড়েন অন্যান্য টোটো চালকরা। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার পানাগড় বাজারের টোটো চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে টোটো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। যার জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষ থেকে নিত্য যাত্রীদের। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের উপর কোনও টোটো চলাচল করেনি। তবে সন্ধ্যা ৬টার পর ফের স্বাভাবিক হয় টোটো পরিষেবা। প্রসঙ্গত, তাঁর মৃত্যুর খবর পানাগড়ে ছড়িয়ে পড়তেই পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। পাশাপাশি শোকাহত হয়ে পড়েন অন্যান্য টোটো চালকরাও। তাই টোটো চালকের মৃত্যুর ঘটনায় একদিনের জন্য পানাগড় বাজারে টোটো পরিষেবা বন্ধ রাখেন টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা।

জেলায় জেলায় সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদ করে সফল স্বপন বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জেলায় জেলায় পেশা গত কাজে খবর করতে গেলেই সাংবাদিক নিগ্রহ, অত্যাচার, মারধর, ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া, মোবাইল কেড়ে নেওয়া যেনো একটা ছোঁয়াচে রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হুগলি জেলায় বিভিন্ন জায়গায় বার বার সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে, রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল সব সময় পথে নেমেছেন নিঃস্বার্থ ভাবে। বাউল গানে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায়, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে ও রাজপথে গর্জে উঠেছেন সাংবাদিকদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা দিতে হবে রাজ্য সরকারকেই। পুলিশ প্রশাসন ও আইন আদালত কে কঠোর হয়ে দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে। কিছু দিন আগেই মুর্শিদাবাদে বেলডাঙায় ও চব্বিশ পরগনা দত্তপুকুরে সাংবাদিক নিগ্রহ ঘটলে স্বপন দত্ত বাউল পথে নেমে প্রতিবাদ করেছেন। দোষীরা অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছে। আবার পূর্বস্থলিতে সাংবাদিকরা পেশাগত কারণে খবর করতে গেলে রাজনীতির দলের কর্মীরা সাংবাদিকদের অপমান অত্যাচার করে। সেই খবর পেয়েও স্বপন বাউল ছুটেছেন সেখানেও এবং জেলায় জেলায়। প্রতিবাদী কন্ঠস্বর গর্জে উঠেছে তারপরই মহকুমা শাসক ও প্রশাসনের চাপে বিডিও অফিসে বিধায়কের উপস্থিতিতে যারা সাংবাদিক অত্যাচার করেছিল তারা অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চায়। বিধায়ক নিজে উপস্থিত থেকে বলেন, 'এই সাংবাদিকদের অত্যাচারে যে কর্মীরা যুক্ত ছিলো তারা ভুল স্বীকার করেছে, তাদের সতর্ক করা হয়েছে, ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের অত্যাচার করলে তাদের দল থেকে বাদ দেওয়া হবে, এমনকি শাস্তি পাবে।' সুতরাং নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সাংবাদিক নিগ্রহের বাউল স্বপন দত্তর প্রতিবাদের জেরে জেলায় জেলায় সাংবাদিক নিগ্রহকারি দোষীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কোথাও বিধায়ক ক্ষমা চাইছেন। সুতরাং গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমকে ভালোবেসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে ও তাঁর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ায় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন স্বপন বাউল।

উত্তপ্ত কেশপুর, বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ, আহত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে। বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অন্তত ১২ জন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি দলের নেতৃত্বের। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে কেশপুর বিধানসভার অন্তর্গত আনন্দপুর থানার রামকাটা এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। ওই এলাকায় বিজেপির কর্মীদের একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠক চলছিল। অভিযোগ, বৈঠক শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালায় একদল তৃণমূল কর্মী।

বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাসের দাবি, ঘটনায় তাঁদের দলের প্রায় ১৫ জন কর্মী আহত হন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রায় ৫০ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বিজেপি কর্মীদের ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে। পাশাপাশি একাধিক মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয় বলেও দাবি তাঁর। এলাকার বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তাপস অধিকারী বলেন, 'দলীয় বৈঠক চলাকালীনই তৃণমূল কর্মীরা সেখানে এসে ভিডিও করে চলে যায়। বৈঠক শেষে বেরোনোর পরই তাঁদের কর্মীদের উপর বাঁশ ও লাঠি নিয়ে নির্মম হামলা চালানো হয়।' অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা পরিষদের সদস্য ও তৃণমূল নেতা মহম্মদ রফিকের দাবি, 'মঙ্গলবার ওই এলাকায় বিজেপির কর্মীরা পিকনিক করতে এসেছিলেন। মদ্যপানের জেরেই তাঁদের নিজেদের মধ্যে মারধরের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই বলেও তাঁর দাবি।' এ বিষয়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করা হবে। যদিও বিজেপির দাবি, বিষয়টি পুলিশকে জানাতে গেলে তাঁদেরই হুমকি দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উত্তরপাড়া স্টেশনে রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক স্কুল শিক্ষিকার। মৃতের নাম সর্বজিৎ কৌর (৩২)। বৃহস্পতিবার রাতে চন্দননগর থেকে পিকনিক সেরে ফিরছিলেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রেল পুলিশ। তারাই দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সূত্রের খবর, এ দিন সর্বজিৎ তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে চন্দননগরের নিউ দিঘা পার্কে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা ট্রেনে করে ফিরছিলেন। উত্তরপাড়ায় এক ছাত্রকে পড়াতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তাই তিনি সেখানে নেমে পড়েন। সেই সময়ে রেললাইন পার হতে গিয়েই ঘটে দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময়ে দুই নম্বর লাইনে থ্রু ট্রেন আসছিল। সেই সময়েই সর্বজিৎ রেললাইন পেরোতে যাচ্ছিলেন এবং ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। মৃতের সহকর্মী শাশ্বতী শেঠ বলেন, 'আমরা কিছু করে ওঠার আগেই চোখের নিমেষে ঘটনাটি ঘটে যায়।' রেল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও মানুষ সচেতন না হয়ে লাইন পারাপার করেন। এরফলেই মাঝেমধ্যে দুর্টনা ঘটে। এ দিন ঘটনার পরে উত্তরপাড়া রেলগেটে আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বৃদ্ধিতে বর্ধমানে মহিলাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হল অন্তর্বর্তী বাজেটে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয় অন্তর্বর্তী বাজেটে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে মাসে ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হয় উপভোক্তাদের জন্য। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই কার্যকর হবে এই ঘোষণা। বারুইপুরে তৈরি হবে 'কালচারাল সিটি'। রাজ্যে ছ'টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক করিডোর তৈরি হবে। ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারি শিল্পের জন্য পাঁচটি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কও তৈরি হবে। আশা কর্মীদের জন্য ভাতা ১০০০ টাক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাজেট পেশ হওয়ার পরই খুশিতে মেতে

ওঠেন মহিলারা। এদিন বর্ধমান জেলা জুড়ে মহিলারা একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। পাশাপশি একে অপরকে মিষ্টি মুখ করানো হয়। মহিলারা জানিয়েছেন, বাজেট শুরুর আগে থেকেই তারা অনুমান করেছিলেন তাদের জন্য কিছু একটা ভালো খবর ঘোষণা হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ৫০০ টাকা বাড়ানোর জন্য মহিলারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য অনেক উন্নয়ন করেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মহিলারা লেখা পড়া থেকে বিয়ে সব কিছুতেই সুবিধা পাচ্ছেন। একই সঙ্গে সিভিক ভলান্টিয়ার ও আশা কর্মী ও আইসিডিএস কর্মীদেরও তিনি নিরাশ করেন নি। তাদের জন্যও ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
সল্টলেক লকার হোল্ডারস সেক্টর ২ শাখা
লকার ভাঙে খোলার নোটিশ পুনঃপ্রকাশ

নিচের টেবিলে উল্লিখিত ইউকো ব্যাংক সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের সেফ ডিপোজিট লকার সরবরাহ করেছে। লকারের ভাড়া ৩৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে পরিশোধ করা হয়নি এবং বিলম্বিত/অপ্রদান না করার জন্য জরিমানা সহ তা বকেয়া রয়েছে। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের ভাড়া পরিশোধের জন্য নোটিশ জারি করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তা জমা দেওয়া হয়নি/প্রদান করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার নং	লকার ভাড়াকারী(গণের) নাম	অধিক বকেয়া পরিমাণ(টাকা জিএসটি এবং জরিমানা ব্যতীত)	বকেয়া হইতে
১.	সল্ট লেক সেক্টর ২	ডিএ০৪৫	সুনীল সরকার	১৮৩৮৫	০৭.১১.২০১৮
২.	সল্ট লেক সেক্টর ২	ইএ০০৮	বিশ্ব রঞ্জন বক্সী	১৬৮৮৩	১০.১১.২০১৭
৩.	সল্ট লেক সেক্টর ২	ইএ০১১	সঞ্জয় কুমার কেশান	৪৩১৯১	০৭.০১.২০২০
৪.	সল্ট লেক সেক্টর ২	ইএ০৩৬	শুভ্রব্রত চট্টরাজ, মৌসুমী চট্টরাজ	১৭৬১৩	২৪.০৬.২০১৮
৫.	সল্ট লেক সেক্টর ২	এফএ০০৩	লিলি চক্রবর্তী	২১৮৭৮	০৯.০৪.২০২০
৬.	সল্ট লেক সেক্টর ২	এফএ০২৪	মীরা রায়চৌধুরী	৩৭৯৮৩	১২.০৪.২০২০
৭.	সল্ট লেক সেক্টর ২	জেএ০০২	নরেন্দ্র কুমার	২২২১৩	২৮.০৮.২০২০

লকারধারীদের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়, ব্যাংক উল্লিখিত লকারগুলি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপরে উল্লিখিত লকারধারীদের আবারও তাদের বকেয়া ভাড়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাংক নির্দেশিকা অনুসারে লকারগুলি ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা ইউকো ব্যাংক, কলকাতা

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ২০১৬-এর সেকশন ১০২-এর অধীনে)
শ্রী সুভাষ শর্মা-এর ক্রেডিটরদের অবগতির জন্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি

১.	ব্যক্তিগত জামিনদার/ঋণগ্রহীতার নাম	১. শ্রী সুভাষ শর্মা (DIN-00495882)
২.	কর্পোরেট ডেটরের নাম যার অনুকূলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে	মেসার্স ইম্পেরিয়াল টিউবস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN U19202WB1981PTC033712)
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদারের ঠিকানা	[illegible]
৪.	ব্যক্তিগত জামিনদারের ক্ষেত্রে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	[illegible] CP(IB) 239/KB/2024-এ [illegible]
৫.	রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল-এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	কনকচন্দ্র রায় IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456
৬.	বোর্ডে নিবন্ধিত রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible] ইমেল kanak1686@gmail.com
৭.	রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible] ইমেল intelligentpg6@gmail.com
৮.	দাবি পেশ করার শেষ তারিখ	২৭.০২.২০২৬
৯.	প্রাসঙ্গিক দাবি পত্রের ফর্ম যেখানে পাওয়া যাবে	https://ibbi.gov.in/uploads/downloads/IIRP_Reg_Form_B.docx

[illegible]

তারিখ ০৬.০২.২০২৬
স্থান কলকাতা
কনকচন্দ্র রায়, রেজোলিউশন প্রফেশনাল,
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456

ফর্ম এ
জনবিজ্ঞপ্তি
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপট্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৬ অধীনে (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬)
এসকে প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড -এর ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	এসকে প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	২১-০৯-১৯৯৫
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ কর্পোরেট ডেটরের সীমায়িত দায়বদ্ধতা সনাক্তকরণ নং	U70109WB1995PTC074461
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	৭, বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০২৯
৬.	কর্পোরেট ঋণদাতার বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	২৯-০১-২০২৬
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	২৮-০৭-২০২৬
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মনীষ জৈন, এফসিএ, এলএলবি, সিএস, সিডব্লিউএ, ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল, আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023 এএফএ বৈধতা ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	**মনীষ জৈন, অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল** ২৬, গ্র্যান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৩য় ফ্লোর, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২ **ইমেল: ipcamanishjain@gmail.com**
১০.	ঠিকানা এবং ই-মেইল যা ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর সাথে চিঠিপত্রের জন্য ব্যবহার করা হবে	**মনীষ জৈন, অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল** রুম নং ৬০২, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, মহাবীর অ্যাপার্টমেন্ট, ২, আশুতোষ মুখার্জি রোড, পি. সি. চন্দ্র - এলগিন রোড ক্রসিং-এর কাছে, কলকাতা-৭০০২০ **ইমেল: cirp.eskayproperties@gmail.com ipcamanishjain@gmail.com manishmahavir@gmail.com** ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২-০২-২০২৬/২৯-০৪-২০২৬
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী,যদি কিছু থাকে , সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	নিশ্চিত করা হয়নি
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ	**ওয়েব লিঙ্ক: https://ibbi.gov.in/home/downloads** বাস্তবিক ঠিকানা: উপলব্ধ নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল এর আদেশে এসকে প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে **২৯/০১/২০২৬** তারিখে।
এসকে প্রপার্টিজ ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের ১২-০২-২০২৬ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।
এন্ট্রি নং ১২ -তে তালিকাভুক্ত একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর, তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিত তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নিদর্শ সিএ-তে শ্রেণির [নির্দিষ্ট শ্রেণী] অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দেওয়ার ফলে জরিমানা করা হবে।

ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর নাম ও স্বাক্ষর:
মনীষ জৈন
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
তারিখ: ০৬.০২.২০২৬ **আইপি রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023**
স্থান: কলকাতা **এএফএ বৈধতা ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত**

SBI
আরএএসএমইসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (পঃবঃ)
ফোন - ০৩৪২-২৬৫৭১৪১ ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যাতে নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের আহ্বান জানানো হয়েছে।
[illegible]
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/অংশীদারগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী কমল কৃষ্ণ দাস,** পিতা গোপাল চন্দ্র দাস, নিবাস : প্রাণবল্লভপুর, পো : চকদিঘি, থানা জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৪ (বন্ধককৃত সম্পত্তি অবস্থিত গ্রাম এবং পো : চকদিঘি, থানা জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৪)	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী কমল কৃষ্ণ দাস** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, প্রাণবল্লভপুর, পো : চকদিঘি, থানা জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩৪০৪। [illegible] **দলিল নং ১-২০৭৭৯-২০০৪ সালের**, [illegible]	১) ১৭.১১.২০২৫ ২) ০৪.০২.২০২৬ ৩) ১৮,৭৪,০০৪.৭৭ টাকা (আঠার লাখ চুয়াত্তর হাজার চার টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) টাকা ১৭.১১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

[illegible]

তারিখ - ০৪.০২.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - পূর্ব বর্ধমান এসবিআই, আরএএসএমইসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর ৩ [illegible]
[illegible]

ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	
	ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible]
মেসার্স নেক্সাস মারকম প্রাঃ লিঃ শ্রী অমিত ঘোষ শ্রী অর্জুন ঘোষ এবং শ্রী রাজ কুমার ঘোষ	ক) [illegible] খ) [illegible] গ) ৩০.০৮.২০২৫ ঘ) ০৪.০২.২০২৬

বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
- [illegible] মৌজা - ঘাটিগাছা, [illegible] রানাঘাট, জেলা - নদীয়া [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

তারিখ: ০৬.০২.২০২৬ স্বা/-
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার,অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আজাপুর স্কুল-কাণ্ডে কঠোর সিদ্ধান্ত কমিশনের

পরীক্ষার দায়িত্ব এবার নতুনদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: প্রধান শিক্ষক-সহ আটজনকে সাসপেন্ড করেছে পর্ষদ। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পর্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক-সহ ওই স্কুলেরই দশজনকে। পর্বতপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অতনু ঘোষকে আজাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভেনু সুপারভাইজার করা হয়েছে। আবার জামালপুর পূর্ব চক্রের পরিদর্শক প্রশান্ত কবিরাজ অসুস্থ থাকায় তার জায়গায় পরীক্ষার বাকি দিনগুলিতে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বে থাকবেন জয়শ্রী

বিশ্বাস। পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে কোনরকম যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সূত্রের খবর, প্রধান শিক্ষক-সহ মোট আটজনের সাসপেন্ডের সঙ্গে তাদের শাস্তি দানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ডি আই গোটা বিষয়টি তদন্ত করে পর্ষদের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। তার ভিত্তিতে পর্ষদ প্রথমে শোকজ করবে, উত্তর সন্তোষজনক না হলে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবে পর্ষদ। তার উপর ভিত্তি করে জরিমানা বা পেনাল্টি ধার্য করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে ইংরেজি পরীক্ষা চলাকালীন। বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান পরিদর্শক প্রশান্ত কবিরাজ। বিদ্যালয়ের ভেতরে এক গ্রুপ ডি কর্মীর কাছে থাকা মোবাইল ফোন সেই সময় বেজে ওঠে। তিনি ওই গ্রুপ ডি কর্মী-সহ যাদের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে তাদের সকলকে মোবাইল ফোন জমা রাখার কথা বলেন। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা। তারপরেই স্কুল পরিদর্শককে প্রধান শিক্ষকের সামনে হেনস্থা এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। স্কুল পরিদর্শক প্রশান্ত কবিরাজ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পাওয়ার পরেই অন্যান্য শিক্ষকেরা রাস্তা অবরোধ করে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয় এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সাহিত্যে জীবন ও আত্মজীবন বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একদিনের আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা। 'সাহিত্যে আত্মজীবনী একটা গুলগপ্পো। বিয়ের পর তিনটে প্রেম করবে, সেটা আত্মজীবনীতে থাকবে?' এই প্রশ্ন উসকে দিয়ে প্রবাসী কথাসাহিত্যিক নবকুমার বসু বলেন, 'বিদেশি সাহিত্যেও জীবননির্ভর সাহিত্য-সৃষ্টি খুবই কম হয়েছে। এ ধরনের সাহিত্য রচনা খুবই কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। ইংল্যান্ডে থেকেও আমি এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' প্রায় চারশো ছাত্রছাত্রী, গবেষক-সহ উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক, ড. তুষার পটুয়া, ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, ড. পীযূষ পোদ্দার প্রমুখ। জানা গেল এই বিষয় নিয়ে লন্ডনেও গবেষণা চলছে। সেই রেশ টেনে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার

অধ্যাপক বরুণজ্যোতি চৌধুরী জানান, 'আত্মজীবনী কেবল ব্যক্তিগত জীবনের খতিয়ান নয়, বরং সমকালকে ধরে রাখার এক শৈল্পিক প্রয়াস। উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-বাগান ও পাহাড়ের রুদ্র-শান্ত প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং জীবনদর্শনের এক প্রামাণ্যচিত্র। সাধারণ স্মৃতিচারণের পাশাপাশি এগুলি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক একটি অমূল্য ও জীবন্ত দলিল।' বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুমিতা চ্যাটার্জি বলেন, '১৬৪১ সালে মুঘল সাম্রাজ্যের আধিপত্যে থেকে বেনারসি দাস জৈন, কাশীর নিকটবর্তী জৌনপুর তালুকার এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী তাঁর আত্মকথামূলক কাব্যগ্রন্থ 'অর্ধকথানক' রচনা করেন, যা প্রমাণ করে দেয় যে আত্মকথামূলক রচনা ভারতীয় পরম্পরার ফসল।' এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস প্রমুখ।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপশ্রী ভট্টাচার্য্য, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) অধীনে সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **গঠনমূলক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.০২.২০২৬
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর এবং জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**শ্রী গোপীনাথ গিরি,** পিতা- শ্রী হরেকৃষ্ণ গিরি এবং **শ্রী বিট্টু গিরি,** পিতা- শ্রী গোপীনাথ গিরি উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম- ঝাড়বনী, পোঃ- আমলাগোরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, গড়বেতা- ৭২১১২১ **শ্রী অসিম সেন** পিতা- রাধানাথ সেন, ঠিকানা: গ্রাম-তালডাঙ্গরা, পোঃ- ফতেসিংপুর, থানা - গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২১	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ০৪ ডেসিমেল জমি, যা মৌজা - ঝাড়বনী, জে.এল. নং - ৪৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং - ৪০৫/২, আর.এস. খতিয়ান নং - ১২৭/৩, প্লট নং - ৪২২/৬৮১-এর মধ্যে অবস্থিত। ডিড নং - ৪১৫৫/২০০৮, বই নং - ১ অনুসারে সম্পত্তিটি **গোপীনাথ গিরি,** পিতা হরেকৃষ্ণ গিরি, গ্রাম - ঝাড়বনী, পোঃ - আমলাগোরা, থানা - গড়বেতা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২৭ -এর অনুকূলে নিবন্ধিত। **(সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখল অধীন আছে)**	৮০,৭৯,০০০.০০ টাকা (আশি লক্ষ উনআশি হাজার টাকা মাত্র) ৩০.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **অ্যাকাউন্ট নং : ৩১৫৭৫১৫৮১৭৭ (সিসি), ৩৬৭১৬২৯৮৩৫০ (এইবিএল), ৩৮১১৫৩০৬০৭৪, হোম টপ আপ ১ (টিএল), ৪০১০০৩৯৩৬৫৬ (হোম টপ আপ ২ (টিএল)** যোগাযোগ নম্বর : ৯৬৭৪৭৪১৬০৫/৯৬৭৪৭২৯১৪৯	৬১,৫৮,০০০.০০ টাকা / ৬,১৬,০০০.০০ টাকা / ২০,০০০.০০ টাকা; পরিদর্শনের তারিখ: ১০.০২.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৬.০২.২০২৬
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

হোম লোন সেন্টার কল্যাণী (৬৪২২০)
কল্যাণী, ২য় তল, বি/৯/১৩৯ সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পোস্ট - কল্যাণী
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল - sbi.64220@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - মন্দিরা ভট্টাচার্য ই-মেল আইডি -sbi.64220@sbi.co.in মোবাইল - ৬২৯৬৯৩০২৬৪

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার ভৌত দখল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **১৮.০৩.২০২৬ তারিখে** https//www.baanknet.com ওয়েবসাইট পোর্টালের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেমন অবস্থায় আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৮.০৩.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুকল্যাণ দাস,** পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার দাস,শান্তিলতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ, একতলা, বি-১২/১২৭, কল্যাণী,জেলা নদিয়া, পিন- ৭৪১২৩৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ৩৮৪ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৮০ বর্গফুট শান্তিলতা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং এ, একতলায়, অবস্থিত বি-১২/১২৭, ব্লক নং বি, কল্যাণী, নদিয়া, পিন- ৭৪১২৩৫, পৃষ্ঠা ৮০৮৭০ থেকে ৮০৮৮৬ - ২০১৬ সালের। **সম্পত্তি শ্রী সুকল্যাণ দাস** পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার দাস এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১৪,৫৯,১৪৭.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ উনষাট হাজার একশ সাতচল্লিশ টাকা) ২৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী** অধার্য সুদ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২২,৭৫,০০০.০০ টাকা / খ) ২,২৭,৫০০.০০ টাকা / গ) ১০,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৩.০৩.২০২৬ সময় দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.০২.২০২৬
স্থান : কল্যাণী
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং '**যেখানে যা আছে**', '**যেখানে যেমন আছে**' এবং '**যেখানে যে অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স বাহার রাইস মিলস প্রা লি। ডিরেক্টর(গণ) : ১. শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **২. শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৩. শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৪ শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৫. শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক।	ফ্যাক্টরি জমি পরিমাপ ৩৪ ডেসিমেল তদস্থিত পূর্ত নির্মাণ অবস্থিত গ্রাম রানিচক, পো আমড়াকুচি, থানা : কোতোয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, মৌজা : রানিচক, দাগ নং ৯৩/২০২(অংশ), স্বত্বা -১৭, হাল খতিয়ান নং ২০৯ এবং ২১২, স্বত্ব দলিল নং ২১৪১/২০০৫ **সম্পত্তি শেখ আবদুল মালেক এভং শেখ আবদুল সালাম এর নামে। (সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে)। দ্রষ্টব্য : মামলা বিবাদ নং ২০/আরসিএস-২০২৪ সালের-ডব্লুবিএস কো-অপা মার্কেটিং ফেডারেশন এলটিডি (বেনফেড) কর্তৃক দাখিলকৃত।**	**১,৯০,১৬,৪৭৬.২০ টাকা (এক কোটি নব্বই লাখ যোলো হাজার চারশ ছিয়াত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ২০.০৫.২০২৪ এবং ০৩.০১.২০২৫ তারিখে নিলাম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নিট পরিমাণ পরবর্তী **লোন এ/সি নং ১১০৩০৬৭৫০৬৮, ৩০৩২৯১১১৫৬৯ এবং ৩৯৩৬৬৩৭০৩২০** যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	৬২,৪০,০০০.০০ টাকা / ৬,২৪,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০২.২০২৬ এবং ২০.০২.২০২৬
২	**ঋণগ্রহীতা(গণ) : মেসার্স এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম। অংশীদার(গণ) : ১. শেখ আবদুল আলম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **২. শেখ আবদুল সালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৩. শেখ আবদুল কালাম,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৪ শেখ আবদুল মালেক,** পিতা প্রয়াত শেখ বাহারুদ্দিন, **৫. শ্রীমতি লুৎফা খাতুন,** স্বামী শেখ আবদুল মালেক।	রাইস মিলের জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২৩৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক, রাইস মিল জমি তদস্থিত ফ্যাক্টরি ভবন স্বত্ব দলিল ৩২১৭ এরিয়া ০.৪২ একর, প্লট নং ৯৩/২০২(অংশ), জেএল নং ২৩৩, মৌজা রানিচক,রাইস মিল জমি তদস্থিত ভবন স্বত্ব দলিল নং ৩২১৫ এবং রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি বিক্রয়ের জন্য ৪০৯, এরিয়া ৪.১৬ একর((পরিবর্তিত ৩.৯৯ একর),প্লট নং ৯৩/২০২ (অংশ) এবং ১২০, জেএল নং ২৩৩, মৌজা- রানিচক। সমুদয় সম্পত্তি **এম বি অ্যাগ্রোভেট ফার্ম** এর নামে। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের দখলীকৃত)। দ্রষ্টব্য : ডিআরটি-১ উল্লেখ্য এসএ নং ৪২৩/২০২৩ উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে এসএ দায়ের করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	**৪,৮২,৯৯,৭১৭.৪০ টাকা (চার কোটি বিরাশি লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশ সতের টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** (পুঞ্জীভূত অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ) ৩০.০১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০৩.০১.২০২৫ এবং ০৫.০৩.২০২৫ তারিখে নিলাম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত নিট পরিমাণ পরবর্তী **লোন এ/সি নং ১১১৬১৯৫৩৫৩৮, ৩৯৩৬৬৩৯০৯৮২, ১১০৩০৬৭৪৯৮৩** যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	৩,২০,০৬,০০০.০০ টাকা / ৩২,০০,৬০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০২.২০২৬ এবং ২০.০২.২০২৬

দ্রষ্টব্য : ক্রম নং ১ এবং ২ এর অধীনে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি একই কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত, তাদের মধ্যে স্পষ্ট সীমানা নেই, তাই সম্ভাব্য দরদাতাকে ক্রম নং ১ এবং ২ এর সম্পত্তির জন্য সম্মিলিত দর জমা দিতে হবে। এই দুটি সম্পত্তির জন্য পৃথক দর গ্রহণ করা হবে না।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০২.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - টি ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯৬৭৪৭৪১৬০৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং '**যেখানে যা আছে**', '**যেখানে যেমন আছে**' এবং '**যেখানে যে অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা (গণ) : শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত,** পিতা অশোক রক্ষিত, **এবং শ্রীমতি বর্ষা রক্ষিত,** স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত, **উভয়ের নিবাস :** সোনার গাঁও, অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৪, মৌজা- ঝিকুরবেড়িয়া, পো বাকরাহাট, থানা বিষ্ণুপুর , জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৭ (বিবেকানন্দ টিচিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর নিকট)। **আরও ঠিকানা :** ৩০২ গ্রাম নং ১ করুণাবাড়ি, লালুক, পো লালুক, উত্তর লক্ষিমপুর, অসম, পিন -৭৮৪১৬০, (গভ. হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নিকট)। **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত,** হিতাচি রেল এসটিএস, পো বক্স ১২৯১৫, রিয়াধ ১১৪৮৩, কিংডম অব সৌদি আরব। **শ্রী প্রসেনজিৎ রক্ষিত** ৩১৬৪ এএল ওয়ালিদ বিন আবদুলমালিক, তাওয়াইক জেলা, ইউনিট ০.০০ নং ৭, রিয়াদ ১৪৯১২-৬৮১২, কিংডম অব সৌদি আরব।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি বাস্তু এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক সমান সমান ২.৪৭৫ ডেসিমেল সমান সমান ১০৮০ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত পাকা জি-১ তলা ভবন বাগান সহ বাংশো, পরিচিত অ্যাস্টর ভিলে নং -৩৪, ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৪৩৭ বর্গফুট , ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা এবং দোতলায় ঢাকা এরিয়া কমবেশি৪৩৭ বর্গফুট ,২ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, উভয় তলা টাইলস এর মেঝে সমন্বিত এক পূজা ঘর, ঢাকা এরিয়া কমবেশি ১৪৫ বর্গফুট) সিঁড়ি, সিঁড়ি ঘর,মার্বেল মেঝে, প্রকল্পের নাম সোনার গাঁও, অবস্থিত মৌজা -ঝিকুরবেড়িয়া, জেএল নং ৯, আরএস নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬৩, এলাার খতিয়ান নং ১১৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭০৭, থানা বিষ্ণুপুর, বাকরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর অধিক্ষেত্রে,সাব রেজিস্ট্রি অফিস এডিএসআর বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ৬৪৯৫/২০২২, চৌহদ্দি :** উত্তরে অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৫, দক্ষিণে : অ্যাস্টর ভিলে নং ৩৩,। পূর্বে : অ্যাস্টর ভিলে নং ৪১। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া মেটাল রোড। **সম্পত্তি স্বত্বদখলীকৃত।**	**৩৪,৬১,০১৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ একষট্টি হাজার ষোলো টাকা) ৩১.০১.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২২,৪৬,০০০.০০ টাকা / খ) ২,২৪,৬০০.০০ টাকা / গ) ১০,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১০.০২.২০২৬
সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং -৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং '**যেখানে যা আছে**', '**যেখানে যেমন আছে**' এবং '**যেখানে যে অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নলিখিত তারিখে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি ১০ শতাংশ / গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**মনোজ সরকার,** পিতা মন্টু সরকার **পিঙ্কি কুমারী (প্রয়াত পুতুল সরকার এর আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা মন্টু সরকার, **উভয়ের নিবাস :** ফ্ল্যাট নং এফ-সি, দোতলা,হোল্ডিং নং ১৬০ রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাপ ৮৬১ বর্গফুট দোতলায় , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ডব্লুসি , এক বারান্দা হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭,রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, অবস্থিত মৌজা- জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা- মেডান মাল্লা, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০, ১২৩৬, আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা : সোনারপুর,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ফ্ল্যাট এ, পশ্চিমে : সাধারণ স্পেস। উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি। দক্ষিণে : সাধারণ স্পেস। সম্পত্তি পুতুল সরকার এবং মনোজ সরকার এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০১০৭২৮০-২০১৮ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১,পৃষ্ঠা ৩০২৬৭৩ থেকে ৩০২৭২৯, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮। অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১ কলকাতার অফিস। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।**	**২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) ৩১.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ	২৬,১৯,০০০.০০ টাকা / ২,৬১,৯০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগ ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০; পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৯.০২.২০২৬
২	**ক) শ্রীমতি কৃষ্ণা বৈদ্য,** স্বামী সলিল বৈদ্য, **খ) শ্রী শুভাশিস বৈদ্য** পিতা সলিল বৈদ্য, **গ) শ্রী স্নেহাশিস বৈদ্য** পিতা সলিল বৈদ্য, **সকলের ঠিকানা :** নারায়ণীতলা, পো : গোচারণ, থানা জয়নগর, (গোচারন গার্লস হাই স্কুলের নিকট) দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন - ৭৪৩৩৭২।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ১০ ডেসিমেল তদস্থিত একতলা ভবন কমবেশি অবস্থিত মৌজা- নারায়ণীতলা, জেএল নং ০১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪০৫, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৯৪, নারায়ণীতলা জিপি অধীন, থানা : জয়নগর, ডিএসপি -৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুখেন্দু হাতি এর জমি। দক্ষিণে : বুকাই সাঁতরা এর জমি। পূর্বে : পঞ্চান্ন বৈদ্য এর জমি। পশ্চিমে : সরোজ বৈদ্য এর জমি এভং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দলিল নং ১৬০৪০২২৪৩ -২০১৮ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩ থেকে ৫৯৬৮৭, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০১৮, ডিএসআর -৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি কৃষ্ণা বৈদ্য** স্বামী সলিল বৈদ্য এর নামে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে।**	**২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার একশ সত্তর টাকা) ০৫.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ	ক) ২৯,৩৪,০০০.০০ টাকা / খ) ২,৯৩,৪০০.০০ টাকা / গ) ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০; পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৯.০২.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৬.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মেঘালয়ের কয়লা খনিতে ডিনামাইট বিস্ফোরণ, ১৬ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

শিলং, ৫ ফেব্রুয়ারি: মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলায় এক কয়লা খনিতে ডিনামাইট বিস্ফোরণে একাধিক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই প্রতিবেদন মুদ্রণে যাওয়া পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকজন (অসমর্থিত সূত্রের মতে কমপক্ষে ৩০ জন) শ্রমিক খনির ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাঁদের উদ্ধার করতে অভিযান জোরকদমে চলছে। এদিকে নিহতদের মধ্যে চার শ্রমিককে শনাক্ত করা হয়েছে, তাঁরা দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়ার বাসিন্দা বলে জানা গেছে প্রশাসন সূত্রে। পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলার পুলিশ সুপার বিকাশ কুমার ঘটনা এবং মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার সকালে খলিহরিয়াত থানাধীন জেলা সদর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে থাংস্কু/মিনসিংগাট,থাংস্কো এলাকায় অবস্থিত একটি কয়লা খনির ভেতরে আচমকা বিস্ফোরণ হয়। সংকীর্ণ ইঁদুর-গর্ত খনি ও গভীর একটি গর্তের ভেতরে সংঘটিত বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ এবং খনির ভিতরে মোট কতজন শ্রমিক ছিলেন, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনা সম্পর্কে একটি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে অবৈধভাবে ডিনামাইট ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেঘালয় সরকারও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা টুইট করে জানিয়েছেন, কার দোষে এই ঘটনা তা চিহ্নিত করা হবে এবং দোষীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেহেতু এর সঙ্গে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা জুড়ে রয়েছে, তাই কোনও সমঝোতা করা হবে না

পুলিশ সুপার জানান, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, পুলিশ, জেলা প্রশাসন যৌথভাবে জীবিতদের উদ্ধার ও মৃতদের দেহ উদ্ধারে কাজ করছে। উদ্ধারকার্যে বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে খনিটিকে স্থিতিশীল করা, ধ্বংসাবশেষ সরানো এবং জীবিতদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তিনি জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারকারী দলগুলো দুর্গম ওই এলাকায় পৌঁছে। তবে সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ, অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল এবং আবার ধস নামার আশঙ্কায় উদ্ধারকাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ সব নানা কারণে উদ্ধারকাজে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের জেলাশাসক মণীশ কুমার বলেন, অননুমোদিত খনিটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। জেলা সদর থেকে কমপক্ষে ৪০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত গ্রামে। তিনিও জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এখন পর্যন্ত যে কয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিন শ্রমিকের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানাধীন বিহারা গ্রামের বাসিন্দা ফারুক আহমেদ, সরিষা কুরি গ্রামের বাসিন্দা দিলদার হুসেন ও আনোয়ার হুসেন। একজনের নামধাম জানা যায়নি। আরও কয়েকজন শ্রমিক এখনও নিখোঁজ। আহত অবস্থায় বেঁচে যাওয়া এক শ্রমিককে জরুরি চিকিৎসার জন্য শিলঙের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মর্মান্তিক ঘটনাটি মেঘালয়ে নিষিদ্ধ ইঁদুর-গর্ত খনির স্থায়ী সমস্যার দিকে আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং শ্রমিক নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কার্যকারিতা ও জবাবদিহি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

শুক্রবার পরীক্ষা-পে-চর্চা, দেখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সকাল ১০টায় পরীক্ষা-পে-চর্চা পর্বটি দেখার জন্য নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি জানান, ভারতবর্ষের তরুণদের সঙ্গে মত বিনিময় করার ফলে মন সতেজ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী চাপমুক্ত হয়ে পরীক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন এবং যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার বিষয়ে বাস্তব সম্মত অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেছেন।

পরীক্ষা ভীতি দূর করতে বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুল থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা পরীক্ষা-পে-চর্চা (পিপিসি), ২০২৬ শুনবেন, এই আলোচনা যা নীরবে দেশের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার ভীতি দূরকারী প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে।

আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিশানায় বলিউডের পাঁচ তারকা!

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি: চলচ্চিত্র পরিচালক রোহিত শেট্টির বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনার তদন্তে নেমে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল মুম্বই পুলিশ। পুলিশের দাবি, শুধু রোহিত শেট্টিই নন, বলিউডের আরও পাঁচ জন নামী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বর্তমানে আন্ডারওয়ার্ল্ডের নিশানায় রয়েছেন। এই পাঁচ জনের কাছেই নাকি মোটা অঙ্কের তোলাবাজির জন্য হুমকি ফোন এসেছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কেউই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাননি। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার গভীর রাতে রোহিত শেট্টির মুম্বইয়ের বাসভবনের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা পরপর ছয় রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনার পর তদন্তে নেমে পুনে থেকে চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদেই উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক তথ্য। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পলাতক গ্যাংস্টার শুভম লোনকর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে এই গুলি চালানোর দায় স্বীকার করেছে। ওই পোস্টে সে দাবি করেছে, রোহিত শেট্টি-সহ বলিউডের পাঁচ জন বড় তারকাকে তোলাবাজির উদ্দেশ্যে ফোন করা হয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক যাচাইয়ে এই দাবির সত্যতা মিলেছে বলেই সূত্রের খবর। তবে হুমকি পাওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা পুলিশের দ্বারস্থ না হওয়ায় বিস্মিত তদন্তকারীরা। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'হুমকির বিষয়টি সত্য বলেই প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। কিন্তু তারপরও কেউ অভিযোগ না করায় বিষয়টি আমাদের জন্য উদ্বেগের।'

বিজাপুরে হত এক মাওবাদী

বিজাপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি: নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের মিলল সাফল্য। ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে এক মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একে-৪৭ রাইফেল-সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সশস্ত্র মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পাওয়ার পর

বিজাপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী। ওই এলাকায় যৌথ দল মোতায়েন করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটার পর থেকে নিরাপত্তা বাহিনী এবং মাওবাদীদের মধ্যে মাঝেমধ্যে গুলির লড়াইয়ে চলে। এনকাউন্টারে এখনও পর্যন্ত এক মাওবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এবং একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
Memo. No.: DMC/APAS/BR-2/06 Dated: 05/02/2026
TIME EXTENSION
1. Tender ID: 2026_MAD_5009823_1, 2. Tender ID: 2026_MAD_5009823_2
3. Tender ID: 2026_MAD_5009823_3, 4. Tender ID: 2026_MAD_5009878_1
5. Tender ID: 2026_MAD_5009878_2
The Bid Submission Closing (online) is extended up to 14-FEB-2026 up to 1.00 PM & Bid Opening Date for Technical Proposal (online) 16-FEB-2026 up to 1.00 PM. The other terms and conditions will remain unaltered.
For details : https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer, Durgapur Municipal Corporation

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/0229/2026 dt. 05.02.2026
e-NIQ is invited by the Principal from the reputed agencies for procurement of medical Journals. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in. Last date of Bidding is 23/02/26.
Sd/- Principal

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 528 to 546/2025-2026 Dated- 03-02-2026 and 04-02-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Burdwan, Howrah, Hooghly, Murshidabad, Malda, Nort 24 PGS, and South 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **04-02-2026 after 10.00 am.** Bid submission end date- **10-02-2026 & 16-02-2026, 18-02-2026, 24-02-2026 upto 11.30 pm.**
Date: 05.2.2026 Sd/- Executive Engineer/ General Manager

Arandi-II Gram Panchayet
Purah, Dakshmin Narayanpur, Arambagh
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide **e-NIT NO. 002/15th FC(tied & untied)/Arandi-II/2025-26**, for (5+4) = 09 nos. scheme from **15th FC (tied & untied) Fund.** Date of online submission start date **03-02-2026, 12-00 Hours** and Date of online submission closing date **10-02-2026, 14-00 Hours.** For details information visit www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Pradhan
Arandi-II Gram Panchayet

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender is invited vide **Reference No. 020/M-II/2026, Dated 29.01.2026** for 02 (Two) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **09.02.2026 up to 12.00 PM. & Reference No. 029/M-II/2026, Dated 02.02.2026** for 01 (One) No. of work. Last Date of Bid Submission is **11.02.2026 up to 12.00 PM.**

Tender ID List	
2026_ZPHD_995916_1	2026_ZPHD_998163_1
2026_ZPHD_995916_2	

Intending bidders are requested to visit the website :- https://wbtenders.gov.in and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

ময়দান

বিশ্বকাপের দু'দিন আগে চোট গম্ভীরের 'প্রিয় ছাত্র' হর্ষিতের

রাত পোহালেই টি-২০ বিশ্বকাপ তার আগে সেজে উঠেছে ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন —নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র দু'দিন বাকি। তার আগেই ভারতীয় শিবিরে বড়সড় চোট-আতঙ্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে গিয়ে চোট পেলেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার হর্ষিত রানা। নবি মুম্বইয়ে আয়োজিত ওই ম্যাচে মাত্র এক ওভার বল করেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। সেই দৃশ্য দেখেই উদ্বেগে ভারতীয় সমর্থকরা; বিশ্বকাপে আদৌ কি মাঠে নামতে পারবেন হর্ষিত?

প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত। হর্ষিতও এক বলের জন্য ব্যাট করতে নেমেছিলেন। তখন তাঁর মধ্যে কোনও অস্বস্তি চোখে পড়েনি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে বল করতে এসেই সমস্যায় পড়েন এই ডানহাতি পেসার। রান আপে দৌড়নোর সময় একাধিকবার থেমে যেতে দেখা যায় তাঁকে। হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে পড়েন মাঠেই। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেও নিজের ওভারটি শেষ করেন হর্ষিত, যদিও সেই ওভারে তিনি ১৬ রান দেন। ওভার শেষ হতেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায় তাঁকে। এরপর আর বল করতে পারেননি তিনি।

হর্ষিতের চোট কতটা গুরুতর, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে বিশ্বকাপের ঠিক আগে এই ঘটনায় ভারতীয় শিবিরে দুশ্চিন্তা যে বেড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন চোট সমস্যা পিছু ছাড়ছে না ভারতীয় দলকে। বিজয় হাজারে ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন তিলক বর্মা। পরে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে আহত হন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল হর্ষিত রানার নাম।

গত কিছু মাসে সমালোচনার মুখেও টি-২০ দলে নিজের জায়গা শক্ত করে ফেলেছেন হর্ষিত। নিয়মিত প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। যদিও সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে উইকেট পেলেও রান খরচের অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তবুও বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে তাঁর বিকল্প খুঁজে পাওয়া ভারতের পক্ষে সহজ হবে না। তাই বিশ্বকাপ শুরুর মুখে তাঁর চোট ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

ইতিমধ্যেই চোট সারিয়ে বিশ্বকাপের দলে ফিরেছেন তিলক বর্মা। দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচেই ভালো ফর্মে দেখা গিয়েছে তাঁকে, ফিটনেস নিয়েও কোনও সমস্যা নেই। তবে ওয়াশিংটন সুন্দর আদৌ পুরোপুরি ফিট হয়ে দলে ফিরতে পারবেন কিনা, তা এখনও অনিশ্চিত। তার মধ্যেই হর্ষিতের চোট নতুন করে আশঙ্কা বাড়াল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; এই চোট কি তাঁকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেবে? নাকি সময়ের মধ্যেই ফিট হয়ে উঠবেন হর্ষিত? আপাতত উত্তর সময়ের হাতেই।

ডব্লিউপিএল ফাইনালে ইতিহাস গড়ল দিল্লি ক্যাপিটালস! রানের পাহাড়ের সামনে বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফাইনালের মঞ্চে উঠলে চাপ আর প্রত্যাশা দুটোই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। সেই কঠিন মুহূর্তেই নিজেদের সেরা ক্রিকেটটা উপহার দিল দিল্লি ক্যাপিটালস। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান তুলে তারা কার্যত পাহাড়সম লক্ষ্য ছুড়ে দিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামনে। বড় ম্যাচে যেমনটা দরকার, ঠিক তেমনই টপ অর্ডার থেকে লোয়ার অর্ডার;সবাই অবদান রাখলেন, আর সেটাই পার্থক্য গড়ে দিল।

শুরুর দিকে অবশ্য ম্যাচটা অন্য রকম হতে পারত। তিন ওভার শেষে দিল্লি ক্যাপিটালসের স্কোর ছিল বিনা উইকেটে মাত্র ৯। নতুন বল হাতে দারুণ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছিল আরসিবি। কিন্তু চতুর্থ ওভারে সায়ালি সাথগরের দ্বিতীয় ওভার থেকে ১৯ রান আসতেই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। সেই ওভারের পর আর গতি থামানো যায়নি দিল্লির ইনিংসের। ডি ক্লার্ক, রেড্ডি ও সায়ালি একটি করে উইকেট পেলেও সেগুলো ছিল ছিটেফোঁটা, কারণ একের পর এক জুটি গড়ে বড় স্কোরের ভিত শক্ত করে দেয় দিল্লি।

আরসিবির স্পিনাররা প্রত্যাশামতো প্রভাব ফেলতে না পারায় চাপ আরও বাড়ে। শুধু কেট বেলই কিছুটা স্বস্তি দেন, উইকেট না পেলেও মাত্র ১৯ রান দিয়ে সবচেয়ে মিতব্যয়ী বোলার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। তাঁর ওই স্পেল না থাকলে লক্ষ্য আরও ভয়ঙ্কর হতে পারত।

ব্যাটিংয়ে শুরুতে কিছুটা ধীর ছিল দিল্লির ওপেনাররা। প্রথম দিকে লি ছিলেন ১৩ বলে মাত্র ৩ রানে, কিন্তু ধৈর্য ধরে খেলে তিনি পরে ৩০ বলে ৩৭ রানে পৌঁছন। ওপেনিং জুটিতে আসে ৪৯ রান, যা বড় ইনিংসের ভিত্তি গড়ে দেয়। দু'জন ওপেনার দ্রুত ফিরে গেলেও অধিনায়ক জেমি ও লরা কোনও চাপ না নিয়ে স্বচ্ছন্দে খেলতে থাকেন। তাঁদের ৭৬ রানের জুটি ইনিংসকে নতুন গতি দেয়। জেমি ফাইনালের মতো মঞ্চে তুলে নেন গুরুত্বপূর্ণ হাফ-সেঞ্চুরি।

জেমি আউট হওয়ার পর কিছুটা গতি কমলেও শেষদিকে হেনরির বিধ্বংসী ১৫ বলে ৩৫ রান দিল্লিকে ২০০ রানের গণ্ডি পার করিয়ে দেয়। ট্রফির লড়াইয়ে এমন বিশাল লক্ষ্য তাড়া করা যে কতটা কঠিন, তা ভালোই জানে আরসিবি। ফাইনালে দিল্লি ক্যাপিটালস দেখিয়ে দিল;এটা শুধু শক্তির নয়, ধৈর্য আর সঠিক সময়ে আক্রমণের গল্প।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
E-Tender are invited by the Prodhan Bhabta-II Gram Panchayat, Murshidabad vide tender NIT No:- 09/ BH-II/ 15th CFC/ 25-26 & 10/ BH-II/ 15th CFC/ 25-26, Memo No :- 11,12/ BH-II/ 25-26, dt:- 21.01.26. Bid Opening dt 09.02.26 at 11. 00 Hours. For more details please visit https: //wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan, Bhabta-II Gram Panchayat, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বাতিল
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি) পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-২৭-২৫ তারিখ ১৪.০১.২০২৬, যেটি ০৬.০২.২০২৬ তারিখে বন্ধ হওয়ার কথা ছিল, এতদ্বারা প্রশাসনিক কারণে তা **বাতিল** করা হল।
HWH-587/2025-26
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No - 3540, Dt. 02/02/2026** for Repairing of LED Building under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_998547_1,** Last Date of Bid Submission **13/02/2026 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
3rd Call
N.I.E. ET. No. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 101/PW/Eng/APAS/25 Dt. 06-11-25, 07-11-25, 10-11-25, 18-11-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3538, Dt. 02/02/2026** for Improvement of Paver Block Road under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_998497_1,** Last Date of Bid Submission **20/02/2026 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-3539, Dt. 02/02/2026** for Laying RCC Pipe Line under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_998523_1,** Last Date of Bid Submission **13/02/2026 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

NIT No. SFDC/MD/NIT-13(e)/2025-26 & SFDC/MD/NIT-14(e)/2025-26
SFDC Ltd. Invites 2 (two) nos. bid for the works i.e. "Construction of Bitumen Surface over existing Bitumen Road from gate No.1 to Pond no. 6/1, at Alampore Fisheries Project, Purba Medinipur" & "Improvement of Nursery Pond with Inlet Facilities at Narghat Fisheries Project, Dist.- Purba Medinipur", of amounting to Rs.48,50,936.00 & Rs.12,90,583.00 respectively. Last date of (online) bid submission on 20/02/2026 upto 2.00 p.m. and date of opening technical bid on 24/02/2026 at 2.00 p.m. respectively.
For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIQ-03 of 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply And Delivery Cleaning And Subsequent Installation Of Permanent No Littering IEC Banners At Garbage Vulnerable Points At Basirhat Municipality In West Bengal. e-Tender Start Date: **06.02.2026 at 9.00 am.** Closing Date: **14.02.2026 at 9.00am.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** & **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Executive Officer**
Basirhat Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 71 of 2025-2026 Sl. No. 1, 2, 3 Dated 16.01.2026
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 12.02.2026 at 16:00 hrs. and will be opened on 16.02.2026 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

BONGAON MUNICIPALITY
Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), in Booth No-184 & Ward No.-08, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/306/BM/2025-26/APAS
Date: 05.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5011065_1
1. Bid Submission Start date- **05.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **10.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **13.02.2026 at 17.00.** 4. Bid opening date- **16.02.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), in booth no.-257,261 & ward no.-01, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
NIT-307/BM/2025-26/APAS,
308/BM/2025-26/APAS,
309/BM/2025-26/APAS,
310/BM/2025-26/APAS,
311/BM/2025-26/APAS,
312/BM/2025-26/APAS
Date: 05.02.2026
1. Last date of receiving application documents- **12.02.2026 at 2:00 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **13.02.2026 at 12:00 P.M.** 3.Date for dropping of tender documents- **16.02.2026 at 2:00 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **16.02.2026 at 4:00 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮৮, তারিখঃ ০৪.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/৩৮/২৫-২৬ /এসএফ, আরআরএসকে; স্থানসহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের কেজিকে কর্ড শাখায় পার্ক সার্কাস স্টেশন এবং বালিগঞ্জের মধ্যে আপ ও ডাউন লাইনে বিআর নং. এক্স/৮-এর রিগার্ডারিংয়ের জন্য সিগন্যালিং কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ২০,০৭,৯৩৩.৯৫; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ জমা দিতে হবে ঃ** ₹ ৪০,২০০.০০ **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.০২.২০২৬; **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে; **বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in জমা করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে।
SDAH-380/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Repairing of drain at C-block ward no.-29, Under D.M.C. area.
e-Tender No : WBDMC/W/232(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010935_1 • Est. Amt: Rs. 2,04,037.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
2) Name of the Work : Sinking of 1 no new cylinder Type Tube well at Primary School, AC-277, Booth No.-266, ward no.-28,Borough-04, under D.M.C.
e-Tender No:WBDMC/W/232(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010935_2 • Est. Amt: Rs. 99,131.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
3) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light fittings near Radgagobindo store under Ward no-28 ofDurgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/171(APAS) of 25-26(3rdCALL)
Tender ID : 2026_MAD_5010921_1 • Est. Amt: Rs. 1,17,002.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
4) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light at Roy Para under Ward No.-30 of Durgapur MunicipalCorporation.
e-Tender No: WBDMC/W/105(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010929_1 • Est. Amt: Rs. 1,22,020.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
5) Name of the Work : Upgradation of road by cement concrete at Ghosh Para, Ward -28 under DMC area.
e-Tender No: WBDMC/W/25(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010941_2 • Est. Amt: Rs. 1,05,662.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
6) Name of the Work : Repairing of ICDS at Khairasole ward -28, under DMC area.
e-Tender No: WBDMC/W/25(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010941_3 • Est. Amt: Rs. 1,66,145.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
7) Name of the Work : Repairing of Manasha Mandir within Ward No. -28, under D.M.C. area.
e-Tender No:WBDMC/W/25(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010941_1 • Est. Amt: Rs. 74,525.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
8) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light fittings at Akash Roy house to Khatpukur Crematorium underWard No-28 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/193(APAS) of 25-26(3rdcall)
Tender ID : 2026_MAD_5010880_1 • Est. Amt: Rs. 98,966.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
9) Name of the Work : Construction of 1 no. culvert near Battala at Khatpukur, Ward No-28, Under D.M.C. area
e-Tender No: WBDMC/W/193(APAS) of 25-26(3rdcall)
Tender ID : 2026_MAD_5010880_2 • Est. Amt: Rs. 49,822.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
10) Name of the Work : Laying of 20mm dia PVC underground pipe line for street tap at Gopinathpurnear Mala Singh house, AC-276,Booth No-202, Ward -28, Borough-04.
e-Tender No: WBDMC/W/195(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010897_1 • Est. Amt: Rs. 22,237.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
11) Name of the Work : Improvement of illumination with street tubuler pole, LED street light fittings LT / OH unarmoured Cable atNatun Pally, under Ward -28, of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No: WBDMC/W/195(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010897_2 • Est. Amt: Rs. 2,26,149.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
12) Name of the Work : Laying of 90 mm dia (OD) HDPE pipe line at Avenue para Sagarbhanga, AC -276, Booth No-211, ward no.-28,Borough -04, under D.M.C
e-Tender No: WBDMC/W/233(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5010874_1 • Est. Amt: Rs. 1,23,504.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
13) Name of the Work : Construction of Concrete Road from from Selim SKs house to Sabji bazaar and Rabin Bauri to Tara Bauris house,Ward No- 30, Under DMC
e-Tender No:WBDMC/W/135(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010871_1 • Est. Amt: Rs. 4,52,624.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
14) Name of the Work : Alternative source of drinking water by installation of Submersible pump through Rig boaringsystem , laying of90mm dia (OD) HDPE pipe line at Bhagatpally near Sukdeb Bauri, AC-277, Booth No-246, Ward -30, Borough-04.
e-Tender No:WBDMC/W/98(APAS) of 25-26(3rd call)
Tender ID :2026_MAD_5010893_1 • Est. Amt: Rs. 8,79,809.00
Last Date : 13-Feb-2026 upto 05:00 PM
For details : https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

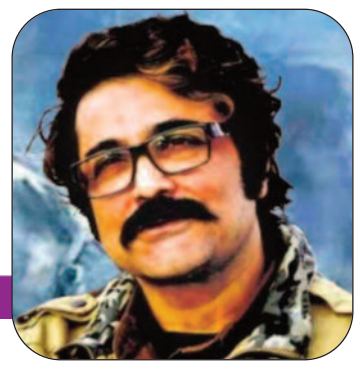

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় — ইউ আর এ ইন্ডাস্ট্রি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কোন নাম নয় বরং আজকে তিনি হয়ে উঠেছেন একটি প্রতিষ্ঠান। ইয়েস,তিনি ইন্ড্রাস্টি। ইনি জানেন, তিনি মানেন, তিনি বোঝেন এই ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্ব। তাই প্রায় ৪০০র বেশি ছবি করে আজও তিনি বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রধান মুখ। দিয়েছেন একের পর এক হিট ছবি। কোথা থেকে শুরু করব? আমরা কি 'দুটি পাতা' থেকে শুরু করব নাকি 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' থেকে? যে বাবার হাত ধরে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল শিশুশিল্পী হিসাবে। পরবর্তীকালে তিনিই হয়ে উঠেছেন এক অভিনয় মহীরূহ বৃক্ষ। এ এমন বটবৃক্ষ যিনি সকলকে ছায়া দেন, বাতাস দেন।

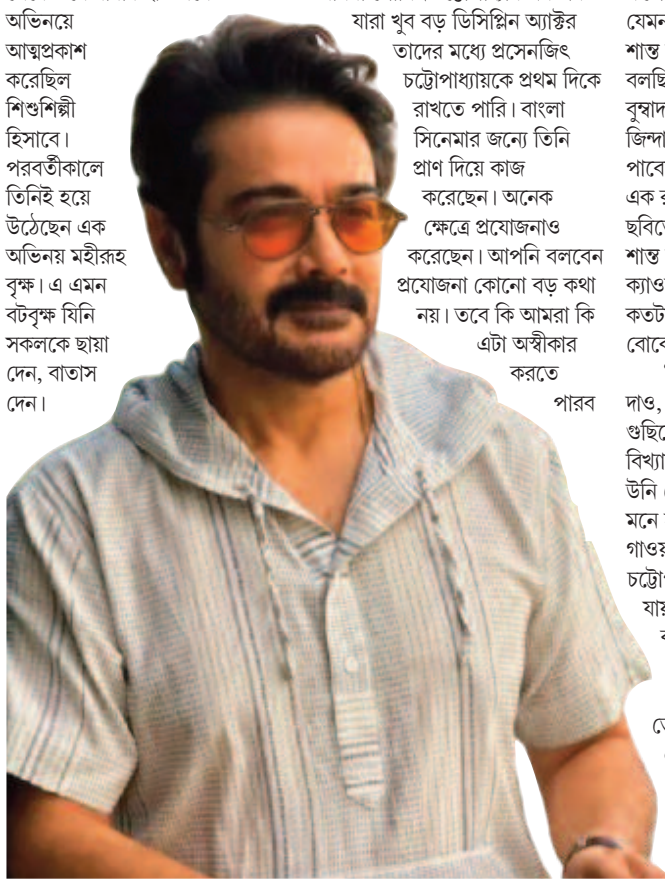

পরবর্তীকালে আমরা দেখি তিনি নায়ক। না, এলাম দেখলাম আর জয় করলাম ঠিক তেমনটা নয়। বাবা বোম্বে কাপানো শিল্পী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিজের পায়ের নিচে জমি পেতে অ...নেক সময় লেগেছিল। হ্যাঁ, অনেক কাট খর পোড়াতে হয়েছিল। আর এটাই হওয়া উচিত। কারণ আমরা জানি যে সহজে পায়,সে সহজে হারায়। তাই সহজে পাওয়ার নেশা থেকে মুক্তি পেতে হবে। হ্যাঁ, এই শিক্ষায় গড়ে উঠা পারিবারিক ডিসিপ্লিন তাকে পরিণতি করেছে। আমরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর পর যারা খুব বড় ডিসিপ্লিন অ্যাক্টর তাদের মধ্যে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম দিকে রাখতে পারি। বাংলা সিনেমার জন্যে তিনি প্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজনাও করেছেন। আপনি বলবেন প্রযোজনা কোনো বড় কথা নয়। তবে কি আমরা কি এটা অস্বীকার করতে পারব না যে তিনি নিজের প্রযোজনায় অভিনয় ছাড়াও রিস্ক নিয়েছেন। এটা কম কথা নয়। ছবিতে অভিনয় করেছেন। একের পর এক হিট দিয়েছেন--- সেটাও সাধারণ হিসাবেই দেখছি। কিন্তু এই সিনেমা নিয়ে ভাবা, পুরো বাংলা সিনেমার পরিবার নিয়ে ভাবা মোটেই সামান্য বিষয় নয়। আমরা মিঠুন চক্রবর্তীকে পেয়েছি যে কিনা বাঙালি আইকন। যার অসামান্য অভিনয় দক্ষতা,ড্যান্স আমরা দেখেছি। দেখেছি তার ক্রেজ। এরপর আমরা দেখেছি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। যার ক্রেজ মারাত্মক। মারাত্মক ফ্যান ফলোয়ার। হল ভরিয়ে বা মজিয়ে যেমন রাখতে পারেন তেমনই হল শান্ত করেও রাখতে পারে। মানে বলছি আপনি ক্রিমিলাম ছবিতে যে বুম্বাদা কে পাবেন শ্বশুর বাড়ি জিন্দাবাদ ছবিতে তাকে তেমনভাবে পাবেন না। মানে উচ্ছাসের ধারা এক এক রকম রকম। আবার মনের মানুষ ছবিতে লালনের চরিত্রে তিনি সবাইকে শান্ত করে রাখলেন। না, এখানে তিনি ক্যাওরা প্রসেনজিৎ নন। মানে কোথায় কতটা করতে হয় তিনি তা ভালোই বোঝেন।

'আমাকে আমার মত থাকতে দাও, আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি ' অনুপম রায়ের সেই বিখ্যাত গান যেটি ' অটোগ্রাফ 'ছবিতে উনি গেয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমাদের তো মনে হয় এই ছবিতে অনুপম রায়ের গাওয়া গান আসলে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন গাঁথা। মিলে যায় তার জীবনের উপর ভিত্তি সূত্র। কথাগুলোর এত সহজ চলন। ভাবুন একবার ---'আমাকে আমার মত থাকতে দাও ' সত্যি তো প্রসেনজিৎ আছেন প্রসেনজিৎ এর মতই। উনি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছেন।আর ঠিক সেই কারণেই এই ছবি যেন তার জীবন ছবি হয়ে উঠেছে। শুধু এখানেই শেষ নয় এই

১০০ এর উপর ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কাজ করেছেন। কে নেই সেই তালিকায়। তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তরুণ মজুমদার , ঋতুপর্ণ ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের , সুজিত বোস, প্রভাত রায়, স্বপন সাহা, গৌতম ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে আমাদের একালের শিবপ্রসাদ নন্দিতা রায়ের ছবি সহ হিন্দির ডেভিড ধাওয়ান অবধি বাদ নেই তেমন কেউ। বিভিন্ন ধারার ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় হল সেই জাত অভিনেতা যে একটা সময় যখন মানুষ বাংলা সিনেমায় হল বিমুখ ছিল তখনও বাংলা সিনেমাপ্রেমী দর্শককে হলমুখী করে ছেড়েছেন প্রায় একক প্রচেষ্টায়।

ছবি বক্স অফিস কাঁপিয়েছে। প্রসেনজিৎকে অন্যধারার ছবিতে এনেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। চোখের বালির কথা কার না মন আছে। খেলা, উৎসব, দেখা, এর মত প্রচুর ছবিতে উনি ওনার মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। কি অপরূপ সেইসব ছবি যেখানে চেনা যায় একজন জাত শিল্পী কিভাবে নিজেকে বারবার ভেঙেছেন,গড়েছেন আবার ভেঙেছেন আবার আবার গড়েছেন। এটা কম কথা নয় এটা অনেক বড় কথা যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে উত্তম কুমার, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ি সান্যাল তুলসী চক্রবর্তী, কালী ব্যানার্জী, সত্য বন্দোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী বন্দোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন মত তাবড় তাবড় অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্ম হয়েছে তারপরে আমাদের দেখেছি, বুঝেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর হাত ধরে, চোখ দিয়ে সিনেমার আবেগ উপলব্ধি।

১০০ এর উপর ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কাজ করেছেন। কে নেই সেই তালিকায়। তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, তরুণ মজুমদার , ঋতুপর্ণ ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের , সুজিত বোস, প্রভাত রায়, স্বপন সাহা, গৌতম ঘোষ, কৌশিক গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে আমাদের একালের শিবপ্রসাদ নন্দিতা রায়ের ছবি সহ হিন্দির ডেভিড ধাওয়ান অবধি বাদ নেই তেমন কেউ। বিভিন্ন ধারার ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় হল সেই জাত অভিনেতা যে একটা সময় যখন মানুষ বাংলা সিনেমায় হল বিমুখ ছিল তখনও বাংলা সিনেমাপ্রেমী দর্শককে হলমুখী করে ছেড়েছেন প্রায় একক প্রচেষ্টায়। এটা কম কথা নয়। তখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু কম ছিল না। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে তার একমাত্র সম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন তাপস পালকে যে কঠোর চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল তাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখি বহু নায়ক বহু অভিনেতা তার সমকালীন হলেও পরবর্তীকালে কালের নিয়মে তারা এগিয়েছেন বা পিছিয়ে পড়েছেন কিন্তু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় তিনি এই ইন্ডাস্ট্রিজ লম্বা রেসের ঘোড়া যিনি থাকতে এসেছেন, শাসন করতে এসেছেন। ইন্ডাস্ট্রির মস্ত বড় সর্বময় সম্পূর্ণ মানুষ হতে এসেছেন তাই ভয় পাননি কোন কাজকেই। আমরা দেখেছি অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার সময়ও। তা সে চিরঞ্জিত হোক বা তাপস পাল বা অভিষেক কিম্বা জয় ব্যানার্জী। ওদের বয়স হলো। চরিত্র পাল্টালেন। কিন্তু প্রসেনজিতের বয়স হলো না। তিনি মেনটেন এমনভাবে করলেন যে তিনি আজও হিরো। কঠিন লড়াই দিচ্ছেন দেব, জিৎ, সোহম,অঙ্কুশদের। হ্যাঁ, এটাই প্রসেনজিৎ। ও টি টি প্লাটফর্মে বাংলা সিনেমাকে আনাতেও তার অবদান। বাংলা সিনেমাতে ভরপুর বাণিজ্য এনেছেন তিনি। মানে বাংলা সিনেমাকে সাবালক এর পেছনে তার অবদান কম নয়। তিনি হাল ধরে দেখিয়েছেন যৌথ প্রযোজনা তেও তার অবদান সাংঘাতিক। বাংলাদেশ তো ভালোভাবেই জানে। আর তার ছবি নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। যে অভিনেতা ৪০০ এর অধিক সিনেমা কাজ করে তার থেকে সেরা বেছে নেওয়া যথেষ্ট শক্ত। তবুও কিছু সিনেমা সাংঘাতিক দাগ কেটে যায় -- যেখানে থেকে উনিশে এপ্রিল, দোসর, জাতিস্মর, চলো পাল্টাই, অমর সঙ্গী, মায়ের আঁচল,সাংহাই, সব চরিত্র কাল্পনিক, বাইশে শ্রাবণ,কাকাবাবু, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো!

জীবনে অনেক সম্মান তিনি পেয়েছেন। অনেক পুরস্কারও তার ঝুলিতে। ' পদ্মশ্রী ' পুরস্কার কি এর থেকে কি আলাদা? এই প্রশ্ন করা হলে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টই বলতে চেয়েছেন -- সব সম্মান সম্মানই হয়। তার থেকে বড় কথা হলো এই ধরনের পুরস্কার আমার দর্শকদের প্রতি আরো দায়িত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো। আরো ভালো কাজ করার উৎসাহ, প্রেরণা দিতে এবং তাদের ডেডিকেশন কে মর্যাদা দিতে আমার আরো ভালো কাজ করে যেতে হবে। যারা আমাকে এই সম্মান এনে দিলো তাদেরকেও মর্যাদার সাথে সম্মান ফেরত দিতে হবে। হ্যাঁ,এই পুরস্কারে তিনি অনেক বেশি আনন্দিত ও খুশি। সেই সাথে নতুনদের জন্য বার্তা-- তারা যেন সবাই এক হয়ে ভালো বাংলা ছবি করতে পারেন। অভিনেতা দেব মনে করেন -- বুম্বাদা এটা ডিজার্ভ করেন। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আরো সমৃদ্ধি হলো। আরেক বিখ্যাত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত মনে করেন -- বুম্বাদা এই পদ্মশ্রী পুরস্কার ডিজার্ভ করেন। তিনি আরো মনে করেন এই পুরস্কার অনেক আগেই তার পাওয়ার ছিল। তিনি আনন্দিত ও অত্যন্ত খুশি। এই রকম অজস্র শুভেচ্ছা বার্তা উনি পেয়েছেন যাদের সকলেরই প্রায় মূল কথা হলো সকলে এই ' পদ্মশ্রী ' পুরস্কার পাওয়াতে অত্যন্ত আনন্দিত, খুশি এবং গর্বিত। বাংলা ইন্ডাস্ট্রি তার নিজস্ব রূপরেখায় অনেক বেশি এগিয়ে চলার এবং এগিয়ে রাখার যে পথ তৈরি করতে পারে এই ধরনের পুরস্কার তার আরও একটি মস্ত প্রমাণ।

হ্যাঁ, এবার বলার সময় এসেছে তুমিই নায়ক, তুমি অভিনেতা, তুমি বাংলা সিনেমার যাবতীয়।

হ্যাটস অফ টু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ইয়েস — ইউ আর এ ইন্ডাস্ট্রি।

তবলিয়া পন্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ও কলাশ্রী নিবেদিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বর্ষীয়ান তবলিয়া পন্ডিত শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ও কলাশ্রী নিবেদিত ৪২তম মনোজ্ঞ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে গেল হাওড়া জেলার বালি নিশ্চিন্দা দেশবন্ধু তরুন সংঘ প্রেক্ষা গৃহে। সূচনা হয় রমা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত দিয়ে, স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাহিত্যিক) ওনার লেখা ''কঞ্চিকেটে কলম করে থেকে কিছু ছড়া পাঠ করে শোনায় স্বপন বিশ্বাস, সায়ন নস্কর, অনিরুন্দ্র দাস, মনোদীপ দাস, শুভজিৎ সেন, রুপম নস্কর ও মৈনাক চক্রবর্তী। গুনিজন সম্বর্ধনা শ্রী অনিশ মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম সম্পাদক, উত্তর পাড়া সঙ্গীত চক্র), শ্রী অনিরুদ্ধ রায় (যুগ্ম সভাপতি উত্তরপাড়া সংগীত চক্র)। শ্রীমতী মনিকা দে (সঙ্গীত শিক্ষিকা, আমতা কলেজ, শ্রীমতী অর্চনা দে, প্রবীন সাংবাদিক শ্রী গুঞ্জন ঘোষ (সাপ্তাহিক বর্তমান), শ্রীমতী সুমী ঘোষ, শ্রীমতী সীমা ঘোষ, ডাঃ শ্রী প্রবোধ মন্ডল, শ্রী প্রানেশচন্দ্র দাস, পণ্ডিত ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় কংসবনিক, ডক্টর কেয়া চন্দ (বিশ্ববিখ্যাত কথক নৃত্য শিল্পী এবং দক্ষ শিক্ষিকা) সি,এম,এ, শ্রী তপন চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিশ্চিন্দা গ্রামপঞ্চায়েত সমীতির সদস্য এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবী মনিমা সরকার, মোহন চ্যাটার্জী, ঝুমুর পাল, মান্তা হালদার, মৌমিতা দাস, তনুশ্রী দাস, সুজাতা পাল, পলি চক্রবর্তী, স্বরসতী দাস, কাকন পাঁজা, শম্ভু পাল। খেয়াল, রাগ প্রধান নজরুল গীতি, ভজন ইত্যাদি পরিবেশন করেন শ্রী অমিতাভ ঘোষ, শ্রী তাপস রানা, শ্রীমতী মধুমিতা রায়, শ্রীমতী মনিকা দে সকলের পরিবেশন ছিল অসাধারন। তবলায় যোগ্য সহযোগীতা করেন শ্রী জয়দীপ চক্রবর্তী, শ্রী অনিরুদ্ধ রায়। পারকাশনে শ্রী শ্যামল পোড়েল। মঞ্চ আলোকিত করেন বিশ্ব বরণ্য কথক নৃত্য শিল্পী এবং দুরদর্শন খ্যাত ডক্টর কেয়াচন্দ। তিনি তাঁর সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গণেশ বন্দনা দিয়ে নৃত্য অনুষ্ঠান শুরু করেন। অংশ নেন শ্রীমতী তন্ময়ী চক্রবর্তী, প্রদীপ ব্যানার্জী, অয়সী চানক, মোহনা দোলুই, নিহারিকা সরকার, প্রাজিথা কর্মকার, অদৃকা ঘোষ, পল্লবী দাস, শৃক্কনী মুখার্জ্জী, হৈমন্তী রায়, অভীপ্সা চ্যাটার্জী, ঐষী ঘোষাল, টিয়ানা ব্যানার্জী, অদ্রিতি গুপ্তমান্না দের নিবেদিত ঠাট, গৎ, টুকড়া, চক্রধার, উপাজ, তেহাই, তৎকার, তারানা ইত্যাদি নৃত্য শৈলী ছিল অনবদ্ধ। বিশেষ করে মা ও মেয়ে তথা গুরু শিষ্যা বারবার প্রমান করে দিলেন তাদের দক্ষতা। শ্রোতারা মুগ্ধ হন ডক্টর কেয়াচন্দ এবং তন্ময়ী চক্রবর্তীর নৃত্য পরিবেশনে। অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল বর্ষীয়ান তবলিয়া পন্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং পরিকল্পিত তবলা তরঙ্গ যা তিনি স্বংয় তাঁর ছাত্র জয়দীপ চক্রবর্তী, তাপস রানা, শিবনাথ মুখোপাধ্যয়, সৌরভ পোড়েলকে নিয়ে মঞ্চস্থ করেন। হারমোনিয়াম যোগ্য সহযেগীতা করেন শ্রী অমিতাভ ঘোষ। ভারুকুয়া বাজ ঘড়নার সঠিক পদ্ধতিতে প্রথমে রূপক এবং পড়ে তিনতালে ঠেকা দেয়ে শুরু করে উঠান, পেশকার, কায়দা,গৎ, রেলা, টুকরা, চক্রধার, তেহাই ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। সকলের পরিবেশন ছিল খুব সুন্দর, বিশেষ করে পণ্ডিত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ চক্রবর্তী এই দুই গুরু শিষ্যর কঠিন অঙ্গের দমদার, বেদমদার, চক্রধার, টুকরা এবং তেহাই এই তবলা তরঙ্গ শুনে শ্রোতারা এবং শ্রী অনিশ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী অনিরুদ্ধ রায় বলে উঠেন এই বয়েসে যা তাল তরঙ্গ শুনলাম তাতে ধন্য ও প্রানবন্ত হলাম। করতালি দিয়ে বলে ওঠেন সাধু সাধু মুগ্ধ হলাম। সমগ্র অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন শ্রীসুশান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রী তাপস রানা, সি.এম.এন শ্রী তাপস চক্রবর্তী।

নতুন বছরে আরও একবার নীললোহিতের কাকাবাবু, 'বিজয়নগরের হীরে'র সন্ধানে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'ইতিহাসের পায়ে পা ফেলে চলাটা কি এতটা সহজ রে সন্তু, সময় একবার এগোতে শুরু করলে আর পিছনে ফেরা যায় না'- সংলাপটির যথার্থতা প্রমাণ করে বাংলা ছায়াছবিতে আরও একবার নীললোহিতের 'কাকাবাবু' তার প্রিয় সন্তু কে সঙ্গে নিয়ে বাংলার সিনে-দর্শকদের মন জয় করে নিলেন। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজের জনপ্রিয় উপন্যাস 'বিজয়নগরের হীরে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। প্রায় ৩৮ বছর পূর্বে প্রকাশিত গল্পটিকে বদলে যাওয়া পৃথিবীর সাথে সময়োচিতভাবে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে চলচ্চিত্রের রূপে তুলে ধরলেন এই ছবির পরিচালক।একহাতে ক্র্যাচ থাকলেও ঠিক মাচো হিরোর মতোই রাজা রায়চৌধুরী ওরফে কাকাবাবু দাপিয়ে বেড়ালেন পর্দা জুড়ে। এ যুগের নতুন দর্শকদের ভালোবাসায় তিনি যে অপ্রতিরোধ্য তা আবারও প্রমাণ করলেন। এবারে ফ্র্যাঞ্চাইজির পরিচালনার দায়িত্বে চন্দ্রাশিস রায়। গত ২৩ শে জানুয়ারি ২০২৬ সরস্বতী পূজার দিনেই শ্রীকান্ত মোহতা এবং মহেন্দ্র সোনির প্রযোজনায়, শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস এবং এন আইডিয়াস এর ব্যানারে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়ের 'বিজয় নগরের হীরে'।দেশপ্রেমের সপ্তাহে 'বর্ডার-২' ছবিটিকে নিয়ে দেশজুড়ে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যেই, বাংলার দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'কাকাবাবুর' চরিত্রে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এই ছবির গল্প অনেকেরই জানা রয়েছে উপন্যাসটি পড়ে। কলকাতার রাজা রায়চৌধুরী ওরফে কাকাবাবু যিনি বহু দুঃসাহসীক অভিযান এবং রহস্য উদঘাটনের মধ্য দিয়ে দর্শকদের পূর্ব পরিচিত। সেই কাকাবাবু(প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) এবং তার প্রিয় সহকারি সন্তু(আরিয়ান ভৌমিক) এবং সন্তুর বন্ধু জোজোর(পূষণ দাশগুপ্ত) গন্তব্যস্থল দক্ষিণ ভারতের হাম্পি তে। এবারের অভিযানে তাদের সঙ্গী রঞ্জন স্যান্যাল(সত্যম ভট্টাচার্য) এবং তার স্ত্রী রিঙ্কু সান্যাল(শ্রেয়া ভট্টাচার্য)।

চতুর্দশ শতকে এই স্থানেই ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী।এই বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে একটি হীরে ছিল, যা তৎকালীন সময়ে কোহিনুরের থেকেও বেশি মূল্যবান ছিল। গল্পটি আবর্তিত হয় এই

মহামূল্যবান হীরক টিকে কেন্দ্র করে। উপজাতি দলের একজন মোহন সিং (অনুজয় চট্টোপাধ্যায়) তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন হীরের ব্যাপারে মাথা না ঘামানোর জন্য। কিন্তু এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নন রাজা রায়চৌধুরী ওরফে কাকাবাবু। তারা দক্ষিণ ভারতের হাম্পিতে গিয়ে ইতিহাসের গবেষক ভগবতী প্রসাদ শর্মার(চিরঞ্জিত চক্রবর্তী) দেখা পান এবং অবগত হন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যময় মহামূল্যবান হীরে টি চোরাচালানকারীদের দ্বারা পাচার হয়ে যেতে পারে। প্রাচীন ঐতিহ্যশালী ওই হীরের রহস্যে জড়িয়ে পড়েন কাকাবাবু এবং তার সহচরেরা। চতুর্দশ শতকের প্রাচীন এই গুপ্ত হীরক উদ্ধারের রহস্য আরও ঘনীভূত হয়।এর পরের অংশ বড়পর্দায় দেখলে বোঝা যায় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গল্পের চরিত্রগুলি, এই ছবির কলাকুশলীদের অভিনয়ের মুন্সিআনায় কিভাবে বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বড়পর্দায় প্রথম কাকাবাবুর সাথে দর্শকদের পরিচয় ঘটেছিল পরিচালক তপন সিংহের 'সবুজ দ্বীপের রাজা' ছবিটিতে। এই ছবিতে 'কাকাবাবুর' চরিত্রে নামভূমিকায় ছিলেন প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা শমিত ভঞ্জ। এর বহুবছর পর ২০১৩ সালে পরিচালক সৃজিত মুখার্জির 'মিশর রহস্য' এবং পরবর্তীতে ২০১৭ সালে 'ইয়েতি অভিযান'এবং ২০২২ সালে 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছবিতে 'কাকাবাবুর' চরিত্রে আসেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বলাই বাহুল্য নীললোহিতের এই 'কাকাবাবু' চরিত্রটিকে, প্রত্যেকটি ছবিতে নিজের মধ্যে ধারণ করে দর্শকদের মন জয় করে নেন টলি ইন্ডাস্ট্রির বুম্বা দা। এই ছবিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতে এই ছবিতে সাবলীল অভিনয় করেছেন -আরিয়ান ভৌমিক, পূষন দাশগুপ্ত, অনুজয় চট্টোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য, শ্রেয়া ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। এই ছবিতে দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রগিরি রাজবংশের এক রাজনন্দিনীর ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী রাজনন্দিনী পাল। স্বল্প পরিসরে হলেও কয়েক দশক পর চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের যুগলবন্দী দর্শকদের অবশ্যই ভালো লাগবে।এই ছবির সংগীত করেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও খুবই ভালো। চিত্রগ্রাহক ইন্দ্রনাথ মারিকের সামগ্রিক চিত্রগ্রহণ বেশ নজরকাড়া। 'বিজয় নগরের হীরে'এর পর আবারও বাংলার দর্শকরা প্রতীক্ষায় থাকবেন বড়পর্দায় কাকাবাবুর আবারও ফিরে আসার।